لجنة توزيع المطبوعات الدينية على الحجاج والمعتمرين

হজ্ব ও ওমরাহ পালনকারীদের জন্য নির্দেশিকা

সংগ্রহ ও সংকলনে:

তালাল বিন আহমাদ আল-আক্বীল

অনুবাদ ও সম্পাদনা:

মুহাম্মদ আছেম

মুহাম্মদ আযীয ফুরকান

ভূমিকা:

মাননীয় মন্ত্রী, দাওয়াহ, ইরশাদ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

হজ্ব ও ওমরাহ পালনকারীদের জন্য নির্দেশিকা

সংগ্রহ ও সংকলনে:

তালাল বিন আহমাদ আল-আক্বীল

অনুবাদ ও সম্পাদনা:

মুহাম্মদ আছেম
মুহাম্মদ আযীয ফুরকান

ভূমিকা:

মাননীয় মন্ত্রী, দাওয়াহ, ইরশাদ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

তথ্যসূত্র :

التحقيق و الإيضاح	শাইখ আব্দুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায রাহিমাহুল্লাহ
صفة الحج والعمرة	শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ বিন উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ
أحكام تختص بالنساء	ড. সালেহ বিন ফাউযান আল- ফাউযান
حصن المسلم	শাইখ সাঈদ বিন ওহাফ আল- কাহতানী
فتاوى اللجنة الدائمة	তথ্য গবেষণা স্থায়ী কমিটি

ح طلال بن أحمد العقيل، ١٤٢٣هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العقيل، طلال بن أحمد
دليل الحاج والمعتمر، - جدة،
٨٠ صفحة، ١٢ x ١٧ سم
ردمك: ٩-٩٦٤-٤١-٩٩٦٠
١ - الحج - مناسك ٢ - العمرة أ - العنوان
ديوي ٢٥٢,٥ ٢٣/٣٩١٧

رقم الإيداع: ٢٣/٣٩١٧
ردمـــــــك: ٩-٩٦٤-٤١-٩٩٦٠

هاتف: ٦٣٩١٨٠٠ - فاكس: ٦٩٨٦٣٥٥ - جوال: ٠٥٥٦٤٨٦٥٩

ص . ب: ١٨٤٥٥ - جـدة ٢١٤١٥

المملكة العربية السعودية

টেলিফোন :৬৩৯১৮০০ ফ্যাক্স :৬৯৮৬৩৫৫ মোবাইল :০৫০৫৬৪৮৬৫৯

পোষ্টবক্স : ১৮৪৫৫ জিদ্দা - ২১৪১৫

রাজকীয় সৌদী আরব

৫ম সংস্করণ

১৪৩৬ হিঃ ২০১৫ খ্রিঃ

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا
فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ
ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُو۟لِى
ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٧﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟
فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ
فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا
هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿١٩٨﴾
ثُمَّ أَفِيضُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۚ
إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٩﴾ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَٰسِكَكُمْ
فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ
فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُۥ
فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ ﴿٢٠٠﴾ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا
فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾
أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র। যিনি তার সামর্থ্যবান বান্দাদের উপর ফরজ করেছেন বাইতুল্লাহ্‌র হজ্ব এবং হজ্বে মাবরূরকে করেছেন সকল ছোট-বড় গুনাহ থেকে পবিত্র হওয়ার কার্যকরী মাধ্যম। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবীজীর উপর, যিনি সকল তাওয়াফ ও সায়ীকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং যারা এই বাইতুল্লাহ তে তালবিয়া পাঠ করেছেন, আল্লাহ্‌র দরবারে দু'হাত তুলে দোয়া করেছেনে তাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত। আরো বর্ষিত হোক শান্তি তাঁর পরিবার, সাহাবা এবং একনিষ্ঠভাবে যারা তাঁর অনুসরণ করবে তাদের উপর, কিয়ামত অবধি।

প্রিয় সম্মানীয় হাজ্বী সাহেবান! পবিত্র ও নিরাপদ এ শহরে আপনাকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। মহান আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আপনার হজ্ব ও ওমরার যাবতীয় কাজ তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী করা সহজ করে দেন। সকল কাজ একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দেখিয়ে দেওয়া পথে করার তৌফিক দান করেন। আরো দোয়া করি, তিনি যেন আপনার আমলসমূহ কবুল করেন এবং নেক আমলের পাতায় লিখে রাখেন।

হে বাইতুল্লাহ্‌র পথের প্রিয় পথিক! প্রত্যেক কাফেলারই একজন রাহবার থাকেন, যেকোন গুরুত্বপূর্ণ সফরেই একটি দিক নির্দেশিকা থাকে। অতএব, আপনার ও আপনার মত যারা বাইতুল্লাহ্‌র পথের পথিক, তাদের এই নূরানী কাফেলার রাহবার স্বয়ং প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং পবিত্র এই সফরের দিক দির্দেশিকা হলো, তাঁরই রেখে যাওয়া আদর্শ ও সুন্নাহ। তিনিই বলেছেন:

" خذوا عني مناسكم " অর্থাৎ: " হজ্বের করণীয়গুলো আমার থেকে শিখে নাও।" এজন্যই যে কেউ বাইতুল্লাহর হজ্ব ও ওমরা করার ইচ্ছা করবে, তার উচিত হজ্বের আহকাম সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য বইসমূহ থেকে এ ক্ষেত্রে নবীর আদর্শ ও সুন্নত শিখে নেয়া এবং জটিল কোন বিষয়ে আলেমদের কাছ থেকে জেনে নেয়া।

সম্মানিত হাজ্বী সাহেব! আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি এ কিতাবটি। এর ভাষা স্পষ্ট, বর্ণনা পদ্ধতি অভিনব, সহজ ভাষা ও স্পষ্ট ছবির মাধ্যমে কিতাবটি আপনার নিকট হজ্ব ও ওমরার বিধানগুলো তুলে ধরবে। আশা করি বইটিকে আপনি হজ্ব ও ওমরা পালনে গাইড তথা পথ নির্দেশিকা হিসেবে গ্রহণ করে নিবেন।

হে আল্লাহ্‌র ঘরের প্রিয় মেহমান! যদিও আমার কথাগুলো আপনার উদ্দেশ্যে, তবুও আমার নিজের এবং আপনার উভয়ের জন্যই উপদেশস্বরূপ বলছি, এ মূল্যবান সময়টুকু এমন আমলে কাটাবেন, যাতে যার মেহমান হয়ে এসেছেন এবং যার পবিত্র ঘরের ছায়াতলে অবস্থান করছেন তিনি যেন সন্তুষ্ট হন। আর ঐ সকল কাজ অবশ্যই পরিহার করবেন, যেগুলোকে তিনি অপছন্দ করেন এবং অসন্তুষ্ট হন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍۭ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

অর্থাৎ: " এবং যে মসজিদে হারামে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছা করে আমি তাকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দেব।"

কোন বিষয় আপনার কাছে জটিল মনে হলে রাজকীয় সৌদিআরবের ধর্ম মন্ত্রণালয়কে আপনার কাছেই পাবেন। আপনার প্রয়োজনীয় খেদমতে এ মন্ত্রণালয় সদা প্রস্তুত। আপনার সেবার উদ্দেশ্যেই জায়গায় জায়গায় বিভিন্ন সেন্টার ও ছোট ছোট বুথ স্থাপিত হয়েছে। সেখানে আপনি এমন আলেমদেরকে খুজে পাবেন, যারা এসব বিষয়ে আপনাকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিতে পারবেন। আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ হচ্ছে :

فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾

অর্থাৎ: " যদি তোমরা না জান, তবে যে জানে তার কাছ থেকে জেনে নাও।"

আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করছি, তিনি যেন আপনার হজ্বকে মাবরূর হজ্ব হিসেবে কবুল করেন, আপনার সায়ী' কে সওয়াব প্রাপ্তির ওসীলা বানিয়ে দেন এবং আপনার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তায়ালাই সর্বজ্ঞানী।

পরিশেষে আমার প্রিয় ভাই শাইখ তালাল বিন আহমাদ আল- আকীলের কৃতজ্ঞতা আদায় না করে পারছি না, যিনি এই নির্দেশিকা বইটি সংকলন করেছেন। আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করি, তিনি যেন তাঁর এই বইটিকে এবং এ ময়দানে তাঁর যাবতীয় প্রচেষ্টাকে তাঁর নেক আমলের পাতায় লিখে দেন। তিনি এবং যারা জেদ্দায় হজ্ব ও ওমরা পালনকারীদের মাঝে ধর্মীয় প্রকাশনাসমূহ বিতরণ কমিটিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁদেরকেও আল্লাহ্ তা'আলা এ বরকতময় কাজের জন্য উত্তম বিনিময় দান করুন।

আল্লাহ্ তা'আলা সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন তাঁর প্রিয় বান্দা ও রাসূল, আমাদের প্রিয় আদর্শ, পথপ্রদর্শক মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর বংশধর, সাহাবী ও তাবে'য়ীগণের উপর। ওয়াস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

মাননীয় মন্ত্রী, দাওয়াহ, ইরশাদ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

মুসলিমদের কেবলা

আল্লাহ্‌র মর্যাদাপূর্ণ ঘর পবিত্র কা‘বা

এটি মুসলিমদের প্রাণের আকর্ষণ। তারা পৃথিবীর যে অঞ্চলেই বসবাস করুক না কেন দৈনিক পাঁচবার তাদের চেহারা ও অন্তর এক আল্লাহর উদ্দেশ্যে অবনত মস্তকে এ কেবলার দিকেই ঝুঁকে পড়ে।

ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আলাইহিস সালাম) এর হাতে নির্মিত হওয়ার পর থেকে অদ্যবধি দূর-দূরান্ত থেকে মুসলিমগণ হজ্বের কাজগুলো পালন এবং এর চারপাশে তাওয়াফ করতে এ পবিত্র ঘরের দিকে দলে দলে ছুটে আসে। কেননা, কা’বাই হচ্ছে প্রথম ঘর যা পৃথিবীতে মানুষের ইবাদাতের জন্য স্থাপন করা হয়েছে; যেন মানুষ এখানে এসে সঠিক পন্থায়, সজ্ঞানে, ভ্রান্ত ধারনা ও মতাদর্শ থেকে মুক্ত, স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ আক্বীদা অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদাত করতে পারে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾

سورة آل عمران

অর্থাৎ: “ নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর, যা মানুষের জন্য স্থাপন করা হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর যা মক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়। এতে রয়েছে মাকামে ইবরাহীমের মত প্রকৃষ্ট নিদর্শন। যে লোক এর ভেতরে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। আর আল্লাহ্‌র জন্য উক্ত ঘরের হজ্ব করা হচ্ছে সামর্থ্যবান মানুষের উপর আবশ্যক। যে তা অস্বীকার করবে, (সে জেনে রাখুক) নিঃসন্দেহে আল্লাহ বিশ্ব জাহানের মুখাপেক্ষী নন ” ।

(আল-ইমরান : ৯৬ - ৯৭)

ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন : "بني الإسلام على خمس"

ইসলামের মৌলিক বিষয় পাঁচটি:

- এ কথার স্বাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মা'বুদ নেই। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল
- সালাত কায়েম করা
- যাকাত প্রদান করা
- রমাদান মাসে সিয়াম পালন করা
- আল্লাহ তায়ালার পবিত্র ঘরের হজ্ব করা

উক্ত হাদীস থেকে এ কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, হজ্ব ইসলামের একটি মৌলিক বিষয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রাখে, সে ব্যক্তি হজ্ব আদায় না করা পর্যন্ত তার ইসলাম পূর্ণতা লাভ করবে না। তবে আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ মেহেরবানী, তিনি জীবনে শুধু একবার হজ্ব আদায় করাকে ফরয করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা যখন হজ্ব ফরয করলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলেন: ইয়া রাসুলাল্লাহ, হজ্ব কি প্রতি বছরেই ফরয ? উত্তরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন:

"হজ্ব একরারই ফরয। বেশী করলে তা নফল"।

তবে হজ্ব হতে হবে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য। এতে লোক দেখানোর মনোভাব ও সুনাম-সুখ্যাতির কোন ইচ্ছা থাকতে পারবে না। কারণ, হহাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

"أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه"

অর্থাৎ: "অংশীদারিত্ব থেকে আমি পরিপূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি তার কোন কাজে আমার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করল, আমি তাকে তার অংশীদারের সাথে পরিত্যাগ করি"।

তেমনিভাবে হজ্ব হতে হবে ঠিক সেভাবে, যেভাবে হজ্বের বর্ণনা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে পাওয়া যায়। তাই, যে সকল ভাই হজ্বের ইচ্ছা করেছেন, তারা যেন হজ্বের সফর শুরু করার আগেই শিখে নেয়, কিভাবে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হজ্ব করেছেন। এতে করে তারা আল্লাহর রাসূলকে অনুসরণ করতে পারবেন এবং তাঁর এ আদেশটিও পালন করতে পারবেন, যেখানে তিনি বলেছেন:

"خذوا عني مناسككم"

অর্থাৎ : " হজ্বের করণীয়গুলো আমার থেকে শিখে নাও।"

হজ্ব সফরের কিছু আদাব (নিয়ম-নীতি)

১. হজ্ব ও ওমরাকারীকে তার হজ্ব ও ওমরার মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের নিয়ত করতে হবে। পার্থিব কোন স্বার্থ, অহংকার, সুনাম অর্জন, লোক দেখানো বা খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্য থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকতে হবে।

২. যে ব্যক্তি হজ্ব বা ওমরার ইচ্ছা করেছেন, সফর শুরু করার সময় তার জন্য মুস্তাহাব হলো: নিজের পাওনা-দেনা সম্পর্কে ওয়াসিয়াতনামা লিখে রাখবে। আমানতসমূহ প্রাপকের নিকট পৌঁছে দিবে অথবা ঐ আমানত তাঁর কাছে রাখার জন্য তাদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিবে। কারণ, হায়াত-মওত আল্লাহর হাতে।

৩. অন্যায় - অপরাধ থেকে তওবা করবে, অতীত গুনাহর জন্য লজ্জিত হবে এবং ভবিষ্যতে এমন অপরাধে পুনঃ জড়িয়ে না পড়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে ।

৪. অন্যায়ভাবে কারো হক্ব ছিনিয়ে নিলে তা ফেরত দিবে। যেমন: কারো কোন সম্পদ বা সম্মানের কোন ক্ষতি করে থাকলে তা ফেরত দিবে অথবা তাদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিবে।

৫. হজ্ব ও ওমরার জন্য হালাল সম্পদ বেছে নিবে । কারণ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, পবিত্র বস্তু ছাড়া তিনি গ্রহণ করেন না।

৬.সকল প্রকার গুনাহ থেকে দূরে থাকবে। অতএব, মুখে বা হাতে কাউকে কষ্ট দিবে না। অন্যান্য হজ্ব বা ওমরাকারীদের মধ্যে এমন ভিড়ের সৃষ্টি করবে না, যাতে তাদের কষ্ট হয়। তাদের মধ্যে চোগলখুরি করবে না। কারো গীবত বা পরচর্চা করবে না। নিজ সফরসঙ্গী বা অন্য কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদ করবে না। বরং প্রত্যুত্তরে ভালো কথাই বলবে। মিথ্যা বলবে না। আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে না জেনে কোন কথা বলবে না।

৭. হজ-ওমরাহ্ পালনকারীর আরো কর্তব্য হচ্ছে; ওমরাহ ও হজ্বের বিধানগুলো ভালোভাবে শিখে নেয়া।

৮. সফর অবস্থায় সকল ওয়াজিবগুলো সঠিকভাবে পালন করবে। যেমন: সময়মত জামাতের সাথে সালাত আদায় করা। অন্যান্য নফল ইবাদাতগুলো বেশী করার চেষ্টা করা। যেমন: কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা, যিকির-আযকার ও দো'য়া করা, কথায় ও কাজে মানুষের সাথে সদাচরণ ও নম্রভাব প্রদর্শন করা, দূর্বলদের সাহায্য করা, দরিদ্রদেরকে দান-খয়রাত করা এবং সৎকাজে আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা ইত্যাদি।

৯. সফর অবস্থার জন্য একজন নেককার সঙ্গী বেছে নেয়া উত্তম ।

১০. সফর অবস্থায় নিজে সচ্ছরিত্রবান থাকবে এবং অন্যদের সাথেও সদাচারণ করবে। এর মধ্যে রয়েছে : ধৈর্য্য, ক্ষমা, নমনীয়তা, বিনম্রতা, সহনশীলতা, আহকাম পালনের ক্ষেত্রে ধীরস্থিরতা, বিনয়, উদারতা, দান-শীলতা, ইনসাফ, দয়া, আমানাত, খোদাভীতি, উদার মানসিকতা, দায়িত্ব সচেতনতা, লজ্জা, সত্যবাদিতা, সৎকর্ম ও ইহসান ইত্যাদি।

১১. সফরের পূর্বমুহূর্তে নিজ পরিবার-পরিজনকে তাকওয়ার উপদেশ দিবে। কারণ, আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে এ নির্দেশ দিয়েছেন।

১২. সফর অবস্থায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত দোয়া ও যিকিরগুলোর প্রতি খেয়াল রাখবে। যেমন: সফরের দোয়া, গাড়ীতে আরোহনের দোয়া। (দোয়াগুলো ৭৮পৃ: উল্লেখিত)

ইহরাম

হজ্ব ও ওমরার সর্বপ্রথম কাজ

ইহরাম হচ্ছে: হজ্ব অথবা ওমরার কাজে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার নিয়ত করা। এর সময় হল : ওমরার জন্য বছরের যে কোন সময়। হজ্বের জন্য হজ্বের নির্ধারিত মাস সমূহ। সেগুলো হল : শাওয়াল, যুলকা'দা এবং যুলহজ্বের প্রথম দশ দিন

মীক্বাত হতে ইহরামের কাপড় পরলেই হজ্ব ও ওমরার মূল কাজসমূহ শুরু হয়ে যায়। সুতরাং, হজ্ব ও ওমরার ইচ্ছায় কোন ব্যক্তি যখন স্থলপথে গাড়ী বা অন্য কোনভাবে মীক্বাত পৌঁছবেন, তাঁর জন্য মুস্তাহাব হলো: গোসল করা, সম্ভব হলে সুগন্ধি ব্যবহার করা। তবে গোসল না করলেও হজ্ব অথবা ওমরার কোন ক্ষতি হবে না। এরপর পুরুষগণ দুটি পরিষ্কার সাদা ইজার ও চাদর ইহরামের পোষাকস্বরুপ পরবে। মহিলাদের ইহরামের জন্য আলাদা কোন পোষাক সুন্নত নয়। বরং তারা পুরো শরীরের পর্দা রক্ষা হয় এমন যেকোন পোষাক পরতে পারবে। তবে তা যেন সাজ-সজ্জা প্রদর্শনের জন্য না হয়।

আর তালবিয়া শুরু করার সাথে সাথেই সে হজ্ব অথবা ওমরার কাজ শুরু করার ঘোষণা দিল। আর যদি উড়োজাহাজে অথবা সমুদ্রপথে আসে তবে চিরাচরিত নিয়ম হচ্ছে: বিমান ও জাহাজের চালকগণ মীকাত নিকটবর্তী হলে ঘোষণা দিয়ে থাকে, যেন হজ্ব ও ওমরার যাত্রীগণ ইহরামের পোষাক পরে প্রস্তুতি নিতে পারে। অতঃপর, উড়োজাহাজ যখন মীক্বাত বরাবর আসবে, তখনই হজ্ব অথবা ওমরার নিয়ত করে বেশী বেশী তালিয়্যিাহ পড়তে থাকবে। উল্লেখ্য: ইহরামের কাপড় বাড়ী থেকে পরে আসলেও কোন সমস্যা নেই। এমতাবস্থায়, বিমান অথবা জাহাজে যখন মীক্বাত পৌঁছার বিষয়টি জানতে পারবে, তখন শুধুমাত্র তালবিয়্যা পড়ে হজ্ব বা ওমরার কাজ শুরু করে দিবে।

পুরুষগণ তালবিয়্যাহ পড়বেন উচ্চস্বরে আর মহিলাগণ পড়বেন নিম্নস্বরে।

ইহরামের পূর্বে নিম্নের কাজগুলো করুন :

১. নখ কাটুন, গোঁফ ছোট করুন, বগল ও নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার করুন।

২. সম্ভব হলে গোসল করে নিন। তবে গোসল না করলেও কোন ক্ষতি নেই।

গোসল করা নারী - পুরুষ উভয়ের জন্যই সুন্নাত। এমনকি নারীরা ঋতু অথবা প্রসব পরবর্তী অপবিত্র অবস্থায়ও গোসল করা সুন্নাত।

৩. পুরুষগণ সেলাই করা সমস্ত কাপড় খুলে সেলাইবিহীন ইহরামের পোষাক পরবেন।

৪. মহিলাগণ নিকাব ও হাত মোজা খুলে ফেলবে। মাহরাম ব্যতীত অন্যান্য পুরুষ থেকে পর্দা করার জন্য ওড়না দিয়ে চেহারা ও মাথা ঢেকে রাখবে। এতে ওড়না মুখের সাথে লাগা দোষণীয় নয়।

৫. গোসলের পর সুযোগ হলে পুরুষ শুধু শরীরে সুগন্ধি ব্যবহার করবে। ইহরামের পোষাকে কোন সুগন্ধি ব্যবহার করবে না।

মহিলাগণ এমন সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে, যার সুভাষ বাহিরে ছড়ায় না ।

৬. উপরোক্ত কাজগুলো শেষ করে ইচ্ছানুযায়ী যে কোন প্রকার হজ্ব অথবা ওমরার কাজ শুরু করার নিয়ত করবে। নিয়ত করলে তার ইহরাম সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, যদিও মুখে কিছুই উচ্চারণ না করে। ইহরামের নিয়ত ফরজ সালাতের পরে হলেই ভালো। যদি ফরজ সালাতের সময় না হয়, আর তাহিয়্যাতুল অযুর নিয়তে দু'রাকাত সালাত পড়ে নেয়, তাতেও কোন বাধা নেয়। আর যদি হজ্ব অথবা ওমরা অন্য কারো পক্ষ থেকে করার ইচ্ছা করে, তাহলে অন্যের পক্ষ থেকে নিয়ত এভাবে করবে :" লাব্বাইক আল্লাহুম্মা আন ফুলান"। উল্লেখ্য: "...আন ফুলান" এর স্থানে যার পক্ষ থেকে হজ্ব বা ওমরার নিয়ত করা হচ্ছে তার নাম উচ্চারণ করবে। যেমন: লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা হাজ্জান/ ওমরাতান আন মুহাম্মদ।

তালবিয়ার ধরণ : লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা, ওয়ান নি'মাতা, লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাক।

তালবিয়ার সময় : ওমরার ক্ষেত্রে ইহরাম থেকে শুরু করে তাওয়াফ শুরু করা পর্যন্ত। আর হজ্বের ক্ষেত্রে ইহরাম থেকে শুরু করে ১০ তারিখ সকালে বড় জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করা শুরু করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত।

ইহরামের জন্য আলাদা কোন সালাত নেই।

মীকাতসমূহ (ইহরাম বাঁধার স্থানসমূহ)

ইহরামের জন্য পাঁচটি মীকাত

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আইহি ওয়া সাল্লাম) ইহরামের জন্য পাঁচটি মীক্বাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি হজ্ব বা ওমরা আদায় করতে চায়, তার উপর এ মীক্বাতসমূহের যে কোন একটি থেকে ইহরাম করা/ নিয়ত করা ওয়াজিব।

মীকাতসমূহ

যুল হুলাইফা

মদীনাবাসী এবং এ পথে যারা আসবেন তাদের জন্য মীকাত হচ্ছে; "যুল হুলাইফা"। যার বর্তমান নাম "আবইয়ার আলী"। মক্কা মুকাররামা থেকে এর দূরত্ব ৪৫০ কি:মি:।

জুহফা

শাম, মরক্কো, মিশরবাসী এবং এ পথ হয়ে যারা আসবেন তাদের মীকাত হল; "জুহফা"। "রাবেগ" শহরের নিকটেই অবস্থিত। তাই বর্তমানে মানুষ রাবেগ থেকেই ইহরাম পরে। মক্কা মুকাররামা থেকে এর দূরত্ব ১৮২ কি:মি:।

কারনুল মানাজিল

নজদ বাসী এবং ঐ এলাকা হয়ে যারা আসবেন তাদের মীকাত হল; "কারনুল মানাযিল"। বর্তমান নাম "সায়লুল কাবীর"। মক্কা মুকাররামা থেকে যার দূরত্ব ৭৫ কি:মি:।

ওয়াদি মুহাররাম

নজদ বাসী এবং এ পথে যারা আসবেন তাদের আরেকটি মীকাত হল "ওয়াদি মুহাররাম"। এ নামেই প্রসিদ্ধ। মক্কা মুকাররামা থেকে দূরত্ব ৭৫ কি:মি: ।

ইয়ালামলাম

ইয়ামানবাসী এবং তাদের পথে যারা আসবেন তাদের মীকাত; "ইয়ালামলাম" বর্তমানে মানুষ "আস-সা'দীয়া" থেকে ইহরাম পরে। মক্কা মুকাররামা হতে দূরত্ব ৯২ কি:মি:।

যাতু ইর্ক

ইরাক বাসীদের এবং এ পথে যারা আসবেন তাদের মীকাত; "যাতু ইর্ক"। মক্কা মুকাররামা থেকে দূরত্ব ৯৪ কি:মি:।

যিনি হজ্ব অথবা ওমরার নিয়ত করবেন তার জন্য এ সকল মীকাত অতিক্রম হওয়ার মুহুর্তে অবশ্যই ইহরাম থাকতে হবে। যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ইহরাম ছাড়াই মীকাত অতিক্রম করে, তাকে অবশ্যই ফিরে গিয়ে মীকাত হতে ইহরাম পরে আসতে হবে। অন্যথায় তাকে "দম" দিতে হবে। "দম" হলো: একটি ছাগল অথবা একটি ভেড়া অথবা একটি দুম্বা, যা মক্কার হারাম সীমার ভেতরে জবাই করে মক্কার ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

" এ মীকাতগুলো হল ঐ সকল এলাকার জন্য এবং যারা সে এলাকার না হয়েও ঐ পথ অতিক্রম করে আসবে তাদের জন্য।

(বুখারী ও মুসলিম)

- মক্কাবাসী এবং যারা মক্কাবাসী না হয়েও মক্কায় বসবাস করছেন, তারা হজ্বের জন্য মক্কা থেকেই ইহরাম পরবেন। তবে ওমরার জন্য হারাম সীমার বাইর থেকে যেমন: তানঈম বা অন্য কোন স্থান থেকে ইহরাম পরবেন।

কিন্তু যারা মক্কা মুকাররামার বাহিরে অথচ মীকাতের ভিতর থাকছেন, যেমন:

জেদ্দা	বাহরাহ
মাছতুরাত	উম্মুস্ সালাম
বদর	আশ্ শারায়ে'

এসব এলাকার লোক নিজ ঘর থেকে অথবা যেখানে হজ্ব বা ওমরার কথা মনে পড়েছে সেখান থেকেই ইহরাম পরবে।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ

মীকাত থেকে ইহরামের পর হজ্ব ও ওমরা পালনকারীর জন্য নিম্নবর্ণিত কাজগুলো নিষিদ্ধ:

- চুল অথবা নখ কাটা, তবে যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে নিজে নিজেই পড়ে যায় অথবা চুল বা নখ ভুলে কিংবা হুকুম না জেনে কেটে ফেলে তা হলে কিছুই দিতে হবে না।

- ইহরাম অবস্থায় শরীরে অথবা কাপড়ে সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে না। তবে ইহরামের পূর্বে শরীরে ব্যবহৃত সুগন্ধির কোন দাগ থেকে গেলে তা দোষনীয় নয়। তবে তার দাগ কাপড়ে লেগে থাকলে তা ধুয়ে ফেলতে হবে।

- ইহরামের কাপড় বা মাথায় লেগে থাকে এমন কিছু দিয়ে মাথা ঢাকা যাবে না, যেমন: টুপি, রুমাল, পাগড়ী ইত্যাদি। ভুলে বা হুকুম না জেনে এধরণের কোন বস্তু দিয়ে মাথা ঢেকে ফেললে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে অথবা হুকুম জানার সাথে সাথে তা সরিয়ে ফেলা ওয়াজিব। তবে এর জন্য কোন জরিমানা দিতে হবে না।

- ইহরাম অবস্থায় শরীরের পুরো অংশে অথবা কিছু অংশে সেলাই করা কাপড়, যেমন: জুব্বা, জামা, টুপি, সেলোয়ার, মোজা ইত্যাদি পরা জায়েয নেই। তবে কারো যদি শরীরের নিম্নাংশে পরার চাদর না থাকে, তাহলে সে পায়জামা পরবে, আর যার সেন্ডেল নেই সে মোজা পরতে পারবে। এতে কোন অসুবিধা নেই।

ইহরাম অবস্থায় কোন নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া ও আক্বদ অনুষ্ঠান করা জায়েয নেই। চাই সেটা নিজের জন্য হোক অথবা অন্য কারো জন্য। স্ত্রীর সাথে যৌন আচরণ অথবা উত্তেজনার সাথে আলিঙ্গন জায়েয নেই। ওসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يخطب" رواه مسلم

অর্থাৎ : "মুহরিম নিজে বিয়ে করতে পারবে না, অন্যকে বিয়ে করাতে পারবে না এবং বিয়ের প্রস্তাবও দিতে পারবে না"। (মুসলিম)

- ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের জন্য হাত মোজা পরা, নিকাব অথবা বোরকা দিয়ে চেহারা ঢেকে রাখা জায়েয নেই। তবে যদি কোন গায়রে মাহরাম পুরুষ সামনে আসে, তাহলে ইহরাম থেকে মুক্ত স্বাভাবিক অবস্থায় যেভাবে পর্দা করে সেভাবে ওড়না বা অন্য কিছু দিয়ে মুখ ঢেকে নিবে

- ইহরাম অবস্থায় হোক বা অন্য কোন অবস্থায়, কোন মুসলিমের জন্য পবিত্র মক্কার হারাম এলাকায় পাওয়া কোন দ্রব্য উঠিয়ে নেয়া জায়েয নেই। তবে যদি প্রচারের নিয়তে উঠিয়ে নেয়, তাহলে তা ভিন্ন কথা।

- ইহরাম অবস্থায় হোক বা অন্য কোন অবস্থায়, পুরুষ বা নারীর জন্য হারামের সীমানায় কোন স্থলপ্রাণী শিকার করা, ধাওয়া করা, বা শি-কার কাজে অন্যকে সহযোগিতা করা জায়েয নেই। আর ইহরাম অবস্থায় হারামের ভিতরে বাইরে কোথাও এ কাজগুলো করা জায়েয নেই।

- হারাম সীমানার ভিতরে কোন গাছ কিংবা সবুজ ঘাস, যা মানুষের চেষ্টা ছাড়া নিজেই জন্মেছে, এমন গাছ ও ঘাস কাটা বা উঠানো কোন মুসলিমের জন্যই জায়েয নেই, চাই সে ইহরাম অবস্থায় থাকুক বা না থাকুক।

মুহরিমের জন্য যা করা বৈধ

- ঘড়ি ব্যবহার করা।
- কানে এয়ার ফোন ব্যবহার করা।

- আংটি পরা।
- সেন্ডেল পরা।

- চোখে চশমা ব্যবহার করা।
- বেল্ট ও কোমরবন্ধ পরা।

- ছাতা মাথায় দেয়া।
- গাড়ীর ছাদের ছায়া নেয়া।

- মাথা ও শরীর ধোয়া। এতে যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে চুল পড়ে যায়, তাতে ক্ষতি নেই।
- ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ লাগানো।

ইহরাম অবস্থায় বোঝা অথবা বিছানা-পত্র বহন করা জায়েয।

ইহরামের পোষাক পরিবর্তন করা ও পরিষ্কার করা যাবে। ভুলে অথবা হুকুম না জেনে কোন কিছু দিয়ে যদি মাথা ঢেকে ফেলে, তাহলে যখনই স্মরণ হবে অথবা হুকুম জানতে পারবে তখনই তা সরিয়ে ফেলতে হবে। আর এজন্য কোন জরিমানা নেই।

হজ্জ তিন (০৩) প্রকার

যিনি হজ্ব করার ইচ্ছা করবেন তিনি প্রথমেই এ তিন প্রকারের কোন এক প্রকার নির্ধারণ করে নেবেন। কুরবানীর পশু/ হাদী সাথে না থাকলে তামাত্তু সবচেয়ে উত্তম। এ প্রকার হজ্ব করার জন্যই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিয়েছেন

১ তামাত্তু

ওমরা

হজ্ব

কুরবানী / হাদী

তামাত্তু হচ্ছে: হজ্বের মাসগুলো তথা শাওয়াল, জিলকা'দা ও জিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে ওমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধবে ও বলবে: "লাব্বাইকা ওমরাতান মুতামাত্তিয়ান বিহা ইলাল হজ্ব"। এরপর তাওয়াফ, সায়ী ও মাথার চুল ছোট করে ইহরাম খুলবে। এবার ইহরাম অবস্থায় যা নিষিদ্ধ ছিল সবই তার জন্য বৈধ হল। এরপর জিলহজ্বের আট তারিখে নিজ অবস্থান থেকে হজ্বের ইহরাম পরে হজ্বের স্থানগুলোর দিকে রওয়ানা হবে এবং হজ্বের কাজ সমাপ্ত করবে। তাকে ছাগল অথবা উট বা গরুর সাত ভাগের এক ভাগ দিয়ে কুরবানী দিতে হবে। যদি পশু না পায় তাহলে হজ্বের দিনগুলোতে তিনটি এবং নিজ এলাকায় এসে সাতটি (মোট ১০ টি) সিয়াম পালন করবে।

২ কেরান

ওমরা

হজ্ব

কুরবানী / হাদী

কেরান হজ্ব হলো: ওমরা এবং হজ্ব দু'টোর জন্য একত্রেই ইহরাম বাঁধবে। এভাবে বলবে : " লাব্বাইকা উমরাতান ওয়া হাজ্জা"। মক্কা মুকাররামা পৌঁছে তাওয়াফে কুদুম আদায় করে ওমরা ও হজ্বের একই সায়ী করবে। এরপর ইহরাম না খুলে ঐ অবস্থায় থাকবে। জিলহজ্বের আট তারিখে হজ্বের স্থানগুলোর দিকে রওয়ানা হবে। হজ্বের অবশিষ্ট কাজগুলো করে যাবে, যা ওমরা ও হজ্ব উভয়ের জন্য গণ্য হবে। পুনরায় সায়ী করার প্রয়োজন হবেনা। কারণ তাওয়াফে কুদুমের পর সায়ী করেছিল । কেরান হজ্বের ক্ষেত্রেও ছাগল অথবা উট বা গরুর সাত ভাগের এক ভাগ দিয়ে কুরবানী দিতে হবে। যদি পশু কুরবানী করতে না পারে তবে হজ্বের দিনগুলোতে তিনটি এবং নিজ এলাকায় এসে সাতটি (মোট ১০ টি) সিয়াম পালন করবে।

৩ ইফরাদ

শুধুমাত্র হজ্ব

কুরবানী লাগবেনা

ইফরাদ হল: শুধুমাত্র হজ্বের নিয়তে ইহরাম পরবে। মীকাতে পৌঁছে এভাবে বলবে : " লাব্বাইকা হাজ্জান"। মক্কা মুকাররামায় পৌঁছে তাওয়াফে কুদুম করবে এবং হজ্বের জন্য সাফা- মারওয়া সায়ী করবে। হজ্বের কাজগুলো শেষ করা পর্যন্ত একই ইহরামে থাকবে। ইফরাদ হজ্ব কারীর জন্য কুরবানী ওয়াজিব নয়। কারণ সে হজ্ব ও ওমরা একত্রে করেনি।

একটি জ্ঞাতব্য বিষয়
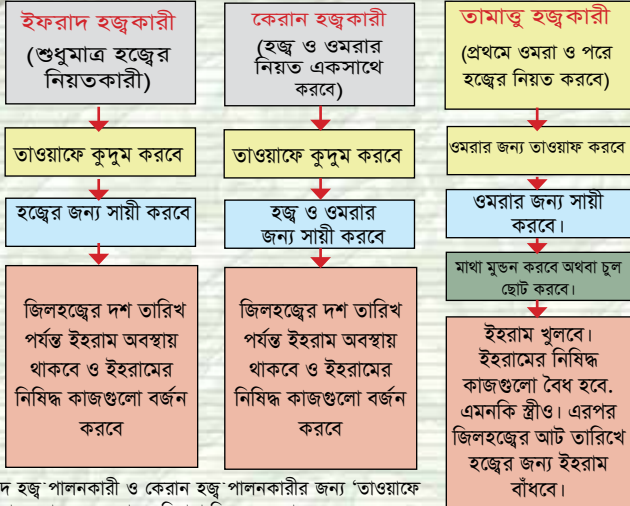
১- ইফরাদ হজ্ব পালনকারী ও কেরান হজ্ব পালনকারীর জন্য 'তাওয়াফে কুদুম' সুন্নাত। না করলে কোন জরিমানা দিতে হবে না।

২- যদি ইফরাদ হজ্ব পালনকারী অথবা কেরান হজ্ব আদায়কারী 'তাওয়াফে কুদুম' করার পর সায়ী না করে মিনায় চলে যায়, তাহলে 'তাওয়াফে যিয়ারাত' বা ফরজ তাওয়াফের পর অবশ্যই সায়ী করতে হবে।

- অবুঝ ছেলের পক্ষে তার অভিভাবক ইহরাম/ নিয়ত করবে। তার সেলাই করা কাপড় খুলে ফেলবে এবং তার পক্ষে তালবিয়া পড়বে। এভাবেই সে মুহরিম হয়ে যাবে। ইহরাম অবস্থায় একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের উপর যে কাজগুলো নিষেধ সেগুলো তার উপরও নিষেধ।

- অবুঝ শিশুকন্যর পক্ষেও তার অভিভাবক ইহরাম/ নিয়ত করবে এবং তার পক্ষে তালবিয়া পড়বে। এভাবেই সে মুহরিম হয়ে যাবে এবং ইহরাম অবস্থায় একজন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার উপর যে কাজগুলো নিষেধ সেগুলো তার উপরও নিষেধ।

- তাওয়াফ অবস্থায় তাদের উভয়ের শরীর ও কাপড় পবিত্র থাকতে হবে। কারণ, তাওয়াফ সালাতের মতই। আর সালাতের জন্য পবিত্রতা পূর্বশর্ত।

- ছেলে ও মেয়ে যদি বুদ্ধিমান হয় সেক্ষেত্রে অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে তারা ইহরাম পরবে এবং ইহরাম বাঁধার পূর্বে বড়দের মতই গোসল করবে, সুগন্ধি লাগাবে ইত্যাদি।

ওমরার বিবরণ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

" العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما و الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة "

" এক ওমরা থেকে আরেক ওমরা মধ্যবর্তী গুনাহের জন্য কাফ্‌ফারা । আর হজ্বে মাবরুরের একমাত্র বিনিময় হচ্ছে জান্নাত।"

ওমরার বিবরণ

ওমরার তাওয়াফ

ওমরা পালনকারী মক্কা মুকাররামায় পৌঁছে যা করবে; তা হল:

মক্কা মুকাররামায় পৌঁছার পর গোসল করা মুস্তাহাব। অতঃপর ওমরার কাজগুলো করার জন্য মসজিদে হারামে যাবে। সেখানেই রয়েছে আল্লাহর পবিত্র ঘর। তবে গোসল না করে মসজিদে হারামে গেলেও কোন অসুবিধে নেই।

মসজিদে হারামে প্রবেশের সময় প্রথমে ডান পা দিয়ে এ দোয়াটি পড়বে :

أَعُوذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ وَ وَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

(এ দোয়াটি যেকোন মসজিদে প্রবেশের সময় পড়া সুন্নাত।)

এরপর ওমরা পালনকারী তাওয়াফের উদ্দেশ্যে পবিত্র কা'বার দিকে অগ্রসর হবে। পুরুষের জন্য শুধুমাত্র ওমরা ও তাওয়াফে কুদুমের ক্ষেত্রে ইজতেবা সুন্নত। এর পদ্ধতি হল; ডান কাঁধ খোলা রেখে ডান বগলের নিচ দিয়ে চাদরটি নিয়ে চাদরের দু'প্রান্তই বাম কাঁধের উপর রাখবে।

এরপর ওমরা পালনকারী হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করে তাওয়াফের সাত চক্কর শুরু করবে। সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদে চুমো দিবে। তবে এ জন্য ভিড়ের সৃষ্টি, ধাক্কা-ধাক্কি, গালা-গালি ও মারামারি করা যাবে না। কারণ, এগুলো গুনাহের কাজ। এতে অন্য মুসলিমদের কষ্ট হয়। চলার গতি না থামিয়ে দূর হতে "আল্লাহু আকবার" বলে ইঙ্গিত করাই যথেষ্ট।

অন্যদের সাথে ভিড়ের সৃষ্টি করা অথবা কষ্ট দেয়া জায়েয নেই।

এরপর ওমরা পালনকারী সাত চক্কর পূর্ণ করতে থাকবে

ধাক্কা- ধাক্কি করে এবং উঁচু আওয়াজ দিয়ে মানুষকে কষ্ট দিবে না।

নিজের ইচ্ছানুযায়ী যেকোন দোয়া করবে। কুরআন কারীম থেকে তেলাওয়াত করবে।

অবশ্যই জানা দরকার যে; তাওয়াফের কোন নির্দিষ্ট দোয়া নেই, যেমনটি অনেকে করে থাকে।

রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করবে। তবে চুমো দিবে না। তাতে হাত লাগিয়ে শরীরে মুছবে না, যেভাবে না জেনে অনেকে করে থাকে। এটি সম্পূর্ণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত পরিপন্থী। যদি রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা সম্ভব না হয় তবে তাওয়াফে চলতে থাকবে, হাতে ইঙ্গিত করা অথবা তাকবীর বলার কোন প্রয়োজন নেই। রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যখানে এ দোয়াটি পড়া সুন্নাত :

رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾

سورة البقرة (Qur-an 2:201)

এএভাবেই ওমরা আদায়কারী সাত চক্কর দিয়ে তাওয়াফ শেষ করবে। যেখান থেকে শুরু করেছিলো সেখানে এসে অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদে এসে তাওয়াফ শেষ করবে। এ তাওয়াফে "রমল" করা সুন্নাত। "রমল" হচ্ছে; তাওয়াফে কুদুম ও ওমরার তাওয়াফে শুধুমাত্র প্রথম তিন চক্করে ঘন পায়ে দ্রুত গতিতে হাঁটা।

ওমরার বিবরণ

তাওয়াফ
তাওয়াফে সাতটি চক্কর
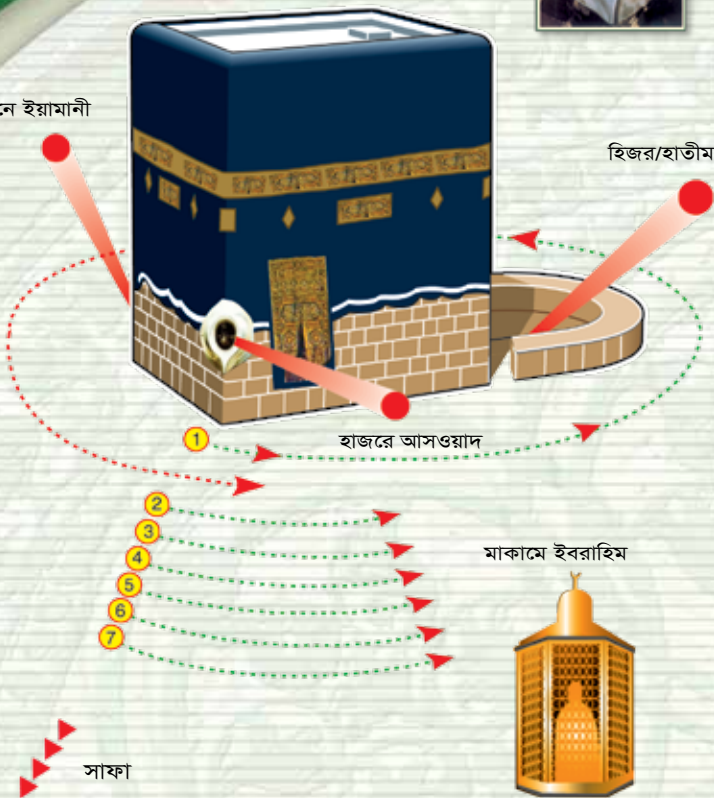
হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করে পুনরায় এখানে এসেই শেষ হবে।

তাওয়াফ অবস্থায় কিছু লক্ষণীয় বিষয়:

- তাওয়াফের সময় কিছু লোক হিজর তথা হাতীমের ভিতর দিয়ে তাওয়াফ করে এবং ধারণা করে যে, তাদের তাওয়াফ শুদ্ধ হচ্ছে। অথচ হিজর তথা হাতীম কা'বারই অংশ। কাজেই তাওয়াফ হতে হবে হাতীমের বাহির দিয়েই।
- কিছু লোককে দেখা যায়, কা'বার প্রত্যেকটি কোণ, দেয়ালসমূহ, গিলাফ, দরজা ও মাকামে ইবরাহীম স্পর্শ করে সারা শরীরে মুছতে থাকে। এগুলোর কোনটিই জায়েয নেই। কারণ, এসব কাজ বিদ'আত, শরিয়তে যার কোন ভিত্তি নেই। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আইহি ওয়া সাল্লাম)ও এগুলো করেননি।
- তাওয়াফের সময় অনেক মহিলা পুরুষের ভিড়ে ঢুকে পড়ে। বিশেষ করে হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইব্রাহিমে। এ কাজ থেকে মহিলাদের অবশ্যই দূরে থাকতে হবে।

ওমরা আদায়কারী তাওয়াফ শেষে নিম্নবর্ণিত কাজগুলো করবে :

১. ডান কাঁধ ঢেকে নিবে।

২. সম্ভব হলে মাকামে ইব্রাহিমের পিছনে দু'রাকাত সালাত আদায় করবে। অন্যথায় মসজিদে হারামের যেকোন জায়গায় আদায় করে নেবে। এ সালাত হচ্ছে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। প্রথম রাকাতে সূরায়ে ফাতেহার পর সূরায়ে 'কাফিরুন' سُورَةُ الكَافِرُونَ দ্বিতীয় রাকাতে সুরায়ে ফাতিহার পর সূরায়ে 'ইখলাস' سُورَةُ الإِخلاص পড়বে।

অন্য কোন সূরা দিয়ে এ দু' রাকআত আদায় করলেও সমস্যা নেই।

সাফা

তাওয়াফ শেষ হলে ওমরা আদায়কারী সায়ী করার জন্য সাফা পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হবে। সাফার কাছাকাছি হলে এই আয়াতটি পড়বে:

۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ

এরপর বলবে: "আল্লাহ তা'আলা যেটা দিয়ে শুরু করেছেন আমিও তাই দিয়ে শুরু করছি। (অর্থাৎ: আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সাফার কথা আগে উল্লেখ করেছেন তাই সাফা থেকেই সায়ী শুরু করছি)। এরপর সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা আদায় করবে ও তিনবার তাকবীর বলবে। এরপর দু'হাত তুলে আল্লাহর কাছে বেশী করে দোয়া করবে। তিনবার এই দোয়াটি পড়বে:

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰه وَحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ- لَهُ الْمُلكُ وَ لَهُ الحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيئٍ قَدِير- لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰه وَحدَهُ أَنجَزَ وَعدَهُ وَ نَصرَ عَبدَهُ وَ هَزَمَ الأَحزَابَ وَحدَه.

এ দোয়াটি তিনবার পড়বে এবং মাঝে মাঝে অন্যান্য অন্যান্য দোয়াও করবে। তিনবারের চেয়ে কম পড়লেও কোন ক্ষতি নেই। মনে রাখা জরুরী, শুধুমাত্র দোয়া করার সময় হাত তুলবে, তাকবীর বলার সময় হাত তুলবে না বা হাতে কোন ইশারা করবে না।

অনেক হজ্ব ও ওমরাকারীকে তাকবীর বলার সময় হাত তুলতে দেখা যায়। এটি একটি প্রচলিত ভুল।

এরপর সাফা থেকে নেমে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে মারওয়ার দিকে রওয়ানা হবে। এ সময় যে কোন দোয়া করতে পারবে; নিজের জন্য, পরিবার-পরিজন, আত্নীয়-স্বজন ও সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌র কল্যাণের জন্য দোয়া করবে। সবুজ দাগ পর্যন্ত পৌঁছলে প্রথম সবুজ দাগ থেকে দ্বিতীয় সবুজ দাগ পর্যন্ত পুরুষগণ দৌঁড়ে অতিক্রম করবেন। মহিলাগণ স্বাভাবিকভাবে চলবেন। এরপর মারওয়া পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে হেঁটে যাবে

মারওয়া

- ওমরা পালনকারী মারওয়ায় পৌঁছার পর কেবলামুখী হয়ে সাফা পাহাড়ে যা যা করেছিলো তাই করবে, যে দোয়াগুলো সেখানে পড়েছিলো সেগুলো এখানেও পড়বে, দু'হাত তুলে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে। তবে কুরআন শরীফের যে আয়াতটি সাফায় উঠার সময় পড়েছিলো সেটি মারওয়ায় উঠার সময় পড়বে না। এরপর নেমে সাফার দিকে যাবে। সবুজ দাগ পর্যন্ত পৌঁছলে প্রথম সবুগ দাগ থেকে দ্বিতীয় সবুজ দাগ পর্যন্ত পু-রুষগণ দৌঁড়ে অতিক্রম করবেন, আর মহিলাগণ স্বাভাবিকভাবে হেঁটে অতিক্রম করবেন। এরপর স্বাভাবিকভাবে হেঁটে সাফা পর্যন্ত যাবে। এভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করবে। সাফা থেকে শুরু করে মারওয়া পর্যন্ত আসলে এক চক্কর, মারওয়া থেকে সাফা গেলে আরেক চক্কর। এভাবে সাত চক্কর। সুতরাং, সায়ী শুরু হবে সাফা থেকে, শেষ হবে মারওয়ায়।
- বার্ধক্য, অসুস্থতা অথবা স্বাস্থ্যগত কোন সমস্যার কারণে হুইল চেয়ারে বসে সায়ী করতে পারবে। এতে কোন সমস্যা নেই।

মহিলাদের জন্য হায়েয (ঋতু) ও নেফাস (প্রসব পরবর্তী অপবিত্রতা) অবস্থায় সায়ী করা জায়েয।

- তবে এ অবস্থায় তাওয়াফ জায়েয নেই। কারণ, সাফা মারওয়া মসজিদে হারামের অন্তর্ভূক্ত নয়।

আরেকটি প্রচলিত ভুল:
অনেক মহিলাকে দুই সবুজ দাগের মাঝে জোরে দৌঁড়তে দেখা যায়, এটি একটি প্রচলিত ভুল।

- সায়ী শেষে ওমরা আদায়কারী মাথার চুল মুন্ডন করবে অথবা ছোট করবে। মুন্ডন করাই উত্তম। তবে যদি হজ্ব তামাত্তু হয় এবং ওমরা ও হজ্বের মাঝে সময়ের ব্যবধান খুব কম হয়, তখন ওমরা শেষে চুল ছোট করবে আর হজ্ব শেষে মুন্ডন করবে; এটাই উত্তম। তবে চুল ছোট করার সময় পুরো মাথা থেকেই কাটতে হবে।

মহিলাগণ মাথা মুন্ডন করবে না। বরং, তারা মাথার সমস্ত চুল একসাথে ধরে আগা থেকে আঙ্গুলের মাথা পরিমান চুল কাটবে।

এভাবে ওমরার কাজসমূহ শেষ হয়ে যাবে এবং ইহরামের কারণে যে কাজগুলো ওমরাকারীর উপর নিষেধ ছিল সেগুলো তার জন্য বৈধ হয়ে যাবে।

সায়ী

সায়ী সাত চক্কর। সাফা থেকে শুরু হবে মারওয়া দিয়ে শেষ হবে

মারওয়া

6 4 2

1 3 5 7

সাফা
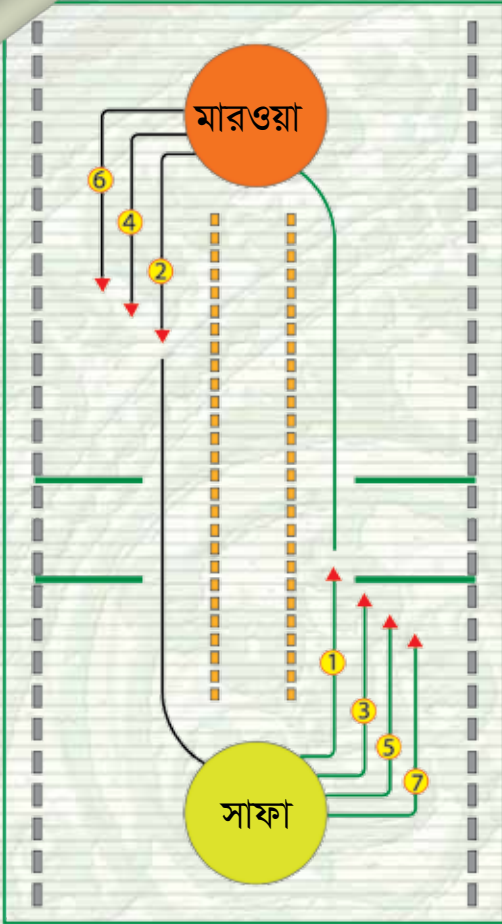
দুই সবুজ দাগের মাঝে দৌঁড় (শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য)।

হজ্বের বিবরণ

{ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ}

আরাফা
মীনা
মুজদালিফা
মক্কা মুকাররামা
মসজিদে হারাম

তারবিয়ার দিন

(জিলহজ্বের আট তারিখ)

জিলহজ্বের আট তারিখ থেকেই হজ্বের মূল কাজ শুরু হয়।

জোহরের পূর্বে

জোহর, আসর, মাগরিব, এশা

রাতে মিনায় অবস্থান

এ দিনকেই বলা হয় 'তারবিয়ার দিন'।

এ দিনের প্রথম প্রহরেই তামাত্তু হজ্ব আদায়কারী ইহরাম বাঁধবে। ইহরামের পূর্বে ওমরার ইহরামে যেভাবে গোসল, শরীরে সুগন্ধি ব্যবহার এবং সালাত আদায় করেছিল, এবারও তা-ই করবে। এরপর যেখানে সে অবস্থান করছে (বাসা/হোটেল) সেখান থেকেই ইহরাম বাঁধবে।

যেহেতু হজ্বে কিরান ও ইফরাদ আদায়কারীগণ পূর্বের ইহরামেই বহাল আছেন, তাই নতুন করে তাদের আর ইহরাম বাঁধতে হবে না। এবার তামাত্তু, কিরান ও ইফরাদ সবধরনের হজ্ব আদায়কারী গণ জোহরের পূর্বে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হবে। মিনায় জোহর, আসর, মাগরিব এবং এশা প্রতি ওয়াক্ত সালাত একত্র করা ছাড়াই সময়মত পড়বে। তবে চার রাকাত বিশিষ্ট সালাত দু'রাকাত পড়বে। জিলহজ্বের নয় তারিখ রাতে মিনায় অবস্থান করবে। ফজর সেখানেই পড়বে। আর যে ব্যক্তি তারবিয়ার দিনের পূর্বেই মীনায় পৌঁছেছে সে তারবিয়ার দিন প্রথম প্রহরেই মীনা থেকে ইহরাম বাঁধবে।

সুন্নাত হলো: হাজ্বী সাহেব আট তারিখ দিবাগত রাত তথা নয় তারিখের রাত মিনায় কাটাবেন।

জিলহজ্বের নয় তারিখ সকাল বেলায় ফজর সালাত আদায় করে সূর্যোদয়ের অপেক্ষা করবেন। সূর্যোদয়ের পর ধীর গতিতে, শান্তভাবে, তালবিয়া পড়তে পড়তে, জিকির-আজকার এবং কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে করতে আরাফার দিকে রওয়ানা দিবেন। পাশাপাশি তাকবীর (আল্লাহু আকবার বলা), তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) এবং আল্লাহর হামদ বা প্রশংসা বেশী বেশী করবেন।

আরাফার দিন

জিলহজ্ব মাসের নয় তারিখ

আরাফার ময়দানে অবস্থান হজ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয। এটি ছাড়া হজ্বই হবে না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস-াল্লাম) বলেছেন: " الحج عرفة "

অর্থাৎ: "আরাফার ময়দানে অবস্থান করাই হজ্ব"।

আরাফার দিন সবচেয়ে উত্তম দিন।

আরাফার দিন (৯ই জিলহজ্ব) বছরের সবচেয়ে উত্তম ও ফজীলতপূর্ণ দিন। আল্লাহর কাছে দোয়া কবুল হওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ দিন হাজ্বীদের কাফেলা দলে দলে ছুটে যায় আরাফার ময়দানে। অবস্থান করেন দ্বি-প্রহর (জোহরের আযান) থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কয়েকঘন্টার এ সময়টিকে হাজ্বীগণ আল্লাহর ইবাদাত, যিকির-আযকার ও দোয়ার মধ্যে নিজেদের ব্যস্ত রাখেন। বান্দাদের এ অবস্থা দেখে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের নিকট তাদেরকে নিয়ে গর্ব করতে থাকেন।

সূর্যোদয় থেকে

সূর্যাস্ত পর্যন্ত

সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় আয়েশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আরাফার দিনের চেয়ে আর কোন দিন এত অধিক হারে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন না। এ দিন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার খুব নিকটে চলে আসেন, আর তোমাদের নিয়ে ফেরেশতাদের নিকট গৌরব করেন। আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করেন : এরা কি চায় ?....."

আমরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া চাই।

আরাফার দিন

জিলহজ্বের নয় তারিখ

এ দিনের সুন্নত হল :

হাজী সাহেব সম্ভব হলে দ্বিপ্রহরের পূর্বে “নামেরা” তে অবস্থান করবেন। দ্বিপ্রহরের (জোহরের আযানের) পর আরাফার সীমানায় প্রবেশ করবেন। জোহর ও আসর এক আযানে দুই ইকামতে আদায় করবেন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করবেন। বর্তমানে অনেক ইশারা এবং বোর্ড লাগানো আছে যাতে সীমানা স্পষ্ট বুঝা যায়।

আরাফার সম্পূর্ণ ময়দানই হাজ্বীদের অবস্থানের জায়গা। সুতরাং, আরাফার ময়দানের সীমার ভেতর যেকোন স্থানে অবস্থান করা যাবে।

হাজ্বী সাহেবগণের উচিৎ এ মহান দিনকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে এর প্রতিটি ক্ষণকে বেশী বেশী তালবিয়া পাঠ, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত, যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল ও আল্লাহর হামদ-সানার মধ্যে কাটান। পাশাপাশি কায়মনোবাক্যে, চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে নিজের জন্য, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজনসহ পুরো মুসলিম উম্মাহ্র কল্যাণের জন্য দোয়া করবেন।

জোহরের সময় হলে ইমাম সাহেব মানুষের উদ্দেশ্যে ওয়াজ-নছীত, উপদেশ ও দিকনির্দেশনামূলক খুতবা দিবেন। এরপর সকলকে নিয়ে এক আযান ও দুই ইকামতের মাধ্যমে জোহর ও আসর একত্রে কসর করে আদায় করবেন। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এভাবেই করেছেন। এ দুই সালাতের পূর্বে, মধ্যখানে এবং শেষে আর কোন সালাত আদায় করবেন না।

হাজ্বী সাহেবদের উচিৎ, এ পবিত্র দিনে এমন গুনাহ থেকে বেচে থাকা, যে গুনাহের কারণে এ মহান দিন ও পবিত্র স্থানের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

জোহর ও আসর একত্রে এবং কসর করে পড়বে

সূর্যাস্ত হলে

মুযদালিফা

আরাফার দিনে কিছু প্রচলিত ভুল:

অনেক হাজী সাহেব আরাফার দিন কিছু ভুল করে থাকেন, যা সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করা উচিত। তন্মধ্যে কিছু ভুল হল:

- **আরাফার সীমানার বাইরে অবস্থান করা:** অনেক হাজ্বীকে দেখা যায়, সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার বাইরে যেখানে জায়গা পায় সেখানেই অবস্থান করে এবং সেখান থেকেই মুযদালিফা চলে যায়। এমনটি করলে তার হজ্বই হবে না।

- সূর্যাস্তের পূর্বেই আরাফা থেকে রওনা হয়ে যাওয়া। এটা জায়েয নেই। কারণ এটা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নত বিরোধী কাজ।

- জাবালে রহমাতে উঠতে এবং এর চূড়ায় পৌঁছতে ভিড় সৃষ্টি করা, ধাক্কা-ধাক্কি করা। সেখানে হাত লাগিয়ে নিজের গায়ে মুছা, সে জায়গায় সালাত আদায় করা। এ কাজগুলো সবই বিদআত, শরীয়তে যার কোন ভিত্তি নেই। সাথে সাথে এ সব কাজে শারীরিক ও স্বাস্থ্যগত ক্ষতিতো হয়েই থাকে।

- আরেকটি প্রচলিত ভুল হলো দোয়ার সময় জাবালে রহমতের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো।

দোয়া করার সুন্নত নিয়ম হলো; কেবলামুখী হয়ে দোয়া করা।

মুযদালিফা

আরাফার দিন সূর্যাস্তের সময়:

মুযদালিফার দিকে

মাগরিব ও এশা নামায জমা ও কসর করে পড়া

মুযদালিফায় রাতযাপন

ফজরের সালাত

জিকির ও দোয়া

কঙ্কর সংগ্রহ করা

মিনার দিকে রওয়ানা

আরাফার দিন সূর্যাস্তের সময় হাজ্বীদের কাফেলাসমূহ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে মাশ‘আরে হারাম বা মুযদালিফার দিকে রওয়ানা দিবে। মুযদালিফা পৌঁছেই বিলম্ব না করে এক আজান ও দুই ইক্বামাতের মাধ্যমে মাগরিব ও এশার সালাত (নামায) একত্রে ও কসর করে আদায় করে নিবে। আল্লাহ্‌র যিকির করে এবং তিনি যে আরাফার ময়দানে হাজির হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন ময়দানে হাজির হওয়ার তৌফীক্ব দিয়েছেন সেজন্য তাঁর শুক-রিয়া আদায় করে মুযদালিফায় রাত কাটাবে।

কোন কোন হাজ্বী সাহেব মুযদালিফায় পৌঁছে এমন কিছু ভুল করে থাকেন, যা থেকে সতর্ক করা উচিৎ। তম্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো:

- মুযদালিফা পৌঁছে মাগরিব ও এশার সালাত (নামায) একত্রে ও কসর করে আদায় করার পূর্বেই কঙ্কর সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।
- তাঁরা এমনটি বিশ্বাস করেন যে, মুযদালিফা থেকেই কঙ্কর সংগ্রহ করতে হবে।
- কঙ্করগুলো ধুয়ে নেন। অথচ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমনটি করেননি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মুযদালিফায় দশ তারিখ ফজর পর্যন্ত থাকা সুন্নাত। তবে মহিলা, দূর্বল, শিশু এবং এদের দায়িত্বে যারা থাকবেন তাদের জন্য মধ্যরাতের পর মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার অনুমতি আছে।

ফজরের সালাত আদায়ের পর হাজ্বী সাহেবের জন্য মুস্তাহাব হলো: মাশ‘আরে হারামে(মুযদালিফার একটি পাহাড়)’র নিকট অথবা মুযদালিফার যেকোন স্থানে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে বেশী বেশী তাকবীর বলা, আল্লাহ্‌র যিকির-আযকার, তা-সবীহ-তাহলীল ও দোয়া করতে থাকা। এরপর সূর্যোদয়ের পূর্বেই মিনার উদ্দেশ্যে মুযদালিফা ত্যাগ করবেন। পথে বড় জামরায় নিক্ষেপ করার জন্য ছোলার চেয়ে সামান্য বড় সাতটি কঙ্কর সংগ্রহ করবেন। বাকী কঙ্কর মিনা থেকেই সংগ্রহহ করবে।

অতঃপর আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে আবেগসহকারে তালবিয়া পড়তে পড়তে এবং আল্লাহ্‌র যিকির করতে করতে মিনা অভিমুখে চলতে থাকবে।

মিনা

হাজ্বী সাহেব যখন মিনা পৌঁছবেন:

হাজ্বী সাহেব মিনা পৌঁছলে যথাসম্ভব দ্রুত জামরা আকাবা বা বড় জামরায় (যেটি জামারসমূহের মধ্যে মক্কার নিকটবর্তী) পৌঁছার চেষ্টা করবেন। পৌঁছেই তালবিয়া বন্ধ করে দিবেন। অতঃপর নিম্নের কাজগুলো করবেন:

১. জামরা আকাবায় পরপর সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তাকবীর (আল্লাহু আকবর) বলবেন।

২. কুরবানী ওয়াজিব হয়ে থাকলে কুরবানী করবেন। সম্ভব হলে নিজ হাতেই কুরবানী করবেন, নিজে খাবেন ও ফকীর মিসকিনকে খাওয়াবেন। সম্ভব না হলে কুরবানীর দায়িত্ব অন্য কাউকে দিবেন।

৩. মাথা মুন্ডন করবেন অথবা চুল খাটো করবেন। তবে মুন্ডন করাই উত্তম। আর মহিলাগণ সব চুল একসাথে করে চুলের অগ্রভাগ থেকে আঙ্গুলের মাথা পরিমান কাটবেন।

এ কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে করাই উত্তম। ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে না পারলেও কোন ক্ষতি নেই।

কুরবানীর দিন

দশ -ই- জিলহজ্ব

পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত থেকে সমবেত মুস-লিমগণ মিনার ময়দানে এক বিশেষ আবেগ নিয়ে ঈদুল আযহার এ মুবারক দিনটিকে স্বাগত জানায়। সবাই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ পেয়ে আনন্দচিত্তে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের আশায় পশু কুরবানী করে। এই দিন জামরা আকাবা তথা বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের পরপরই হাজ্বী সাহেবগণ ঈদের তাকবীর বলা শুরু করবেন। আর তা হলো :

الله أكبر الله أكبر الله أكبر .. لا إله إلا الله .. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

জামরা আকাবার দিকে রওয়ানা

তালবিয়া বন্ধ

জামারা আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ

ঈদের তাকবির

জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের সময় কোন কোন হাজ্বী সাহেব কিছু ভুল করে থাকেন। তম্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো:

- কেউ কেউ এ বিশ্বাস করেন যে, তারা শয়তানকে কঙ্কর মারছে, এ জন্য খুব ক্রোধ নিয়ে শয়তানকে গালমন্দ করে কঙ্কর মেরে থাকেন। অথচ জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপের একমাত্র উদ্দেশ্যে হচ্ছে আল্লাহর জিকিরকে সতেজ করা।

- আবার কেউ কেউ বড় পাথর, জুতা বা কাঠ ইত্যাদি নিক্ষেপ করে থাকেন। এটা দ্বীনের কাজে বাড়াবাড়ি। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন।

- কঙ্কর নিক্ষেপ করার সময় কেউ কেউ জামরার নিকট খুব ভিড়ের সৃষ্টি করেন, এমনকি অনেকে মারামারি করেন। এটা মারাত্মক ভুল। হাজ্বী সাহেবদের উচিৎ, অপর ভাইয়ের সাথে নম্র ব্যবহার করা। কঙ্কর নিক্ষেপের সময় কঙ্কর হাউজের ভিতর পড়েছে কিনা নিশ্চিত হতে হবে। খুঁটিতে লাগা জরুরী নয়।

কুরবানীর পশু/ হাদী জবেহ করা

- কেউ আবার সাতটি কঙ্কর একসাথেই মেরে থাকেন। এমতাবস্থায় শুধুমাত্র একটি কংকর গণনা করা হবে। নিয়ম হচ্ছে; এক এক করে কংকর মারা এবং প্রতিটি মারার সময় তাকবীর বলা।

মাথার চুল মুন্ডন অথবা ছোট করা।

কুরবানীর দিন জামরা আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ,হাদী জবেহ (যাদের উপর কুরবানী বা হাদী ওয়াজিব) ও মাথার চুল মুন্ডন বা ছোট করা হয়ে গেলে হাজ্বী সাহেব প্রাথমিকভাবে হালাল হয়ে যাবেন। এই হালালের পর ইহরামের কারণে তার উপর যে কাজগুলো নিষিদ্ধ ছিল সবগুলো তার জন্য হালাল হয়ে যাবে, শুধুমাত্র স্ত্রী ছাড়া।

জামারাত

ঈদের দিন সকাল বেলায় মিনায় পৌঁছে নিচের কাজগুলো করবেন:

১. প্রথমেই শুধুমাত্র বড় জামারায় সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন।

প্রতিটি কঙ্কর মারার সময় তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলবেন।

২. আইয়াম তাশরীকের তিন দিনে করণীয় :

ছোট জামরা, মধ্যম জামরা এবং বড় জামরা প্রতিটিতে সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন।

প্রতিটি কংকর মারার সময় “আল্লাহু আকবার” বলবেন।
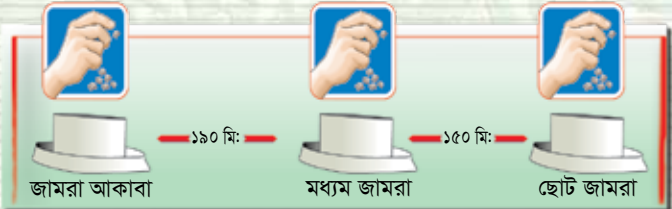
তাওয়াফে ইফাদা (তাওয়াফে যিয়ারাহ)

হজ্বের একটি ফরয

ঈদের দিন সকালে জামরা আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করার পর হাজী সাহেব তাওয়াফে ইফাদা (তাওয়াফে যিয়ারত) করার জন্য মক্কা মুকাররামায় চলে আসবেন। সাত চক্করে তাওয়াফ করবেন এবং তামাত্তু হজ্ব আদায়কারী হলে তাওয়াফ শেষে সাফা মারওয়া সায়ী করবেন। অনুরূপভাবে যদি ইফরাদ বা কিরান হজ্ব করে থাকেন কিন্তু পূর্বে তাওয়াফে কুদুমের সাথে সায়ী করেননি তিনিও তাওয়াফে ইফাদার পর সায়ী করবেন।

উল্লেখ্য: তাওয়াফে যিয়ারাহ বা তাওয়াফে ইফাদা মিনার দিনসমূহে প্রত্যেক জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ শেষ করে ১২ অথবা ১৩ তারিখ মক্কা মুকার্‌রমায় ফিরে আসার পর করা জায়েয।

কুরবানীর দিন কঙ্কর নিক্ষেপ, কুরবানীর পশু/ হাদী জবাই, মাথা মুন্ডন অথবা চুল ছোট করণ, তাওয়াফে ইফাদা/ যিয়ারাহ এবং যার উপর সায়ী আবশ্যক তার সায়ী করা শেষ হলে হাজ্বী সাহেবের উপর ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ সব কাজ হালাল হয়ে যাবে, এমনকি স্ত্রীও।

আইয়ামে তাশরীক

জিলহজ্ব মাসের এগার তারিখের রাত থেকেই শুরু হয়

- ঈদের দিন তাওয়াফে যিয়ারাহ বা তাওয়াফে ইফাদা শেষ করে হাজ্বীগণ মিনায় ফিরে আসবেন এবং সেখানে আইয়ামে তাশরীকের তিন রাত অবস্থান করবেন।

- অথবা যিনি তাড়াতাড়ি করতে চান তিনি দু'রাত অবস্থান করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۖ لِمَنِ ٱتَّقَىٰۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ ٢٠٣

এগার তারিখ রাত

অর্থাৎ: "আর তোমরা গোনা দিনগুলোতে আল্লাহকে স্মরণ করো। অতঃপর যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দুই দিনে চলে আসে তবে তার কোন পাপ নেই এবং যে ব্যক্তি বিলম্ব করে আসে তারও কোন পাপ নেই। এটা তার জন্য যে তাক্বওয়া অবলম্বন করে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্বওয়া অবলম্বন করো এবং জেনে রাখো যে, তোমাদেরকে তাঁর নিকট সমবেত করা হবে।"

বার তারিখ রাত

হাজ্বীদের করণীয়:

তের তারিখ রাত

- মিনায় যে কয়দিন থাকবেন জামারাগুলোতে কঙ্কর মারবেন।
- প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তাকবীর (আল্লাহু আকবর) বলবেন।
- বেশী বেশী যিকির ও দোয়া করবেন।
- অবশ্যই ধীরস্থির ও শান্ত থাকবেন।
- ভিড়, ঝগড়া-বিবাদ, ধাক্কা-ধাক্কি বর্জন করবেন।

কঙ্কর নিক্ষেপ

কঙ্কর নিক্ষেপের সময় কিছু নির্দেশনা

সুন্নাত হচ্ছেঃ

- ছোট জামরা ও মধ্যম জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ শেষে হাজী সাহেব কেবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে দোয়া করবেন। এ সময় যে কোন দোয়া করতে পারবেন। তবে যেন কোন প্রকার ভিড় বা ধাক্কাধাক্কির কারণ না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখবেন।

  তবে বড় জামরা বা জামরা আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করার পর দাঁড়াবেন না এবং দোয়াও করবেন না।

- যিনি তাড়াহুড়ো করে দু'দিনের মধ্যে মিনা থেকে বের হয়ে যেতে চান, তাঁর উচিৎ, বারো তারিখ তিন জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে সূর্যাস্তের আগেই মিনা ত্যাগ করা।

  কিন্তু মিনা থাকাবস্থায় যদি সূর্য ডুবে যায়, তাহলে তের তারিখের রাতে তাকে মিনায় অবস্থান করতে হবে এবং তের তারিখও তাকে কঙ্কর মারতে হবে।

  কারণ, তিনি তাড়াহুড়ো করে বের হননি। এমনিটি করলে চলে যেতেন এবং মিনায় রাতে থাকা প্রয়োজন হতনা।

বিদায়ী তাওয়াফ

হাজ্বী সাহেবগণ ১২ অথবা ১৩ তারিখ মিনা থেকে বের হয়ে আসার মাধ্যমে শুধুমাত্র বিদায়ী তাওয়াফ ছাড়া হজ্বের সব ফরজ ও ওয়াজিব শেষ করলেন। বিদায়ী তাওয়াফ হজ্বের সর্বশেষ ওয়াজিব। হাজ্বী সাহেবগণ দেশে ফিরে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে এই তাওয়াফ করবেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

" বায়তুল্লাহর সাথে শেষ দেখা না দিয়ে তোমাদের কেউ যেন মক্কা ত্যাগ না করে।"

উল্লেখ্য:

বিদায়ী তাওয়াফ হায়েয ও নিফাস অবস্থার মহিলাগণ ছাড়া পুরুষ-মহিলা সবার উপর ওয়াজিব। সুতরাং, তাদেরকে (হায়েয ও নিফাস অবস্থার মহিলাগণ) এই তাওয়াফ করতে হবে না এবং এজন্য তাদের উপর কোন জরিমানাও আসবে না।
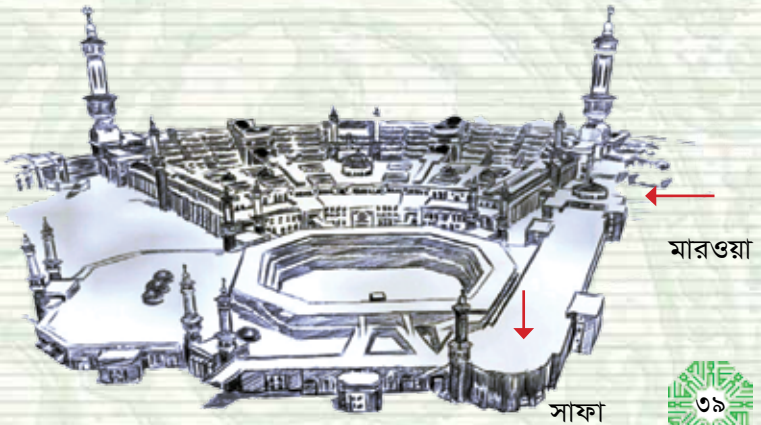
একটি প্রয়োজনীয় কথা

হজ্বের ফরয ও ওয়াজিবসমূহ :

হজ্বের ফরয চারটি :	
১	ইহরাম বাঁধা।
২	আরাফার ময়দানে অবস্থান করা
৩	তাওয়াফে ইফাদা (তাওয়াফে যিয়ারত)
৪	সা'য়ী করা

এ গুলোর কোন একটি ছুটে গেলে হজ্ব হবে না।

হজ্বের ওয়াজিব সাতটি :	
১	মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা
২	৯ জিলহজ্ব দিবাগত রাতে মুযদালিফায় রাত্রিযাপন
৩	সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা
৪	আইয়ামে তাশরীকের রাতগুলোতে মিনায় অবস্থান করা
৫	জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করা
৬	মাথার চুল মুন্ডানো অথবা ছোট করা
৭	বিদায়ী তাওয়াফ

যে ওয়াজিব ছেড়ে দেয়, তার দম দিতে হবে।

দম হচ্ছে, একটি ছাগল অথবা ভেড়া অথবা দুম্বা যা মক্কায় জবাই করে সেখানকার ফকীর-মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করে দিবে। নিজে খেতে পারবে না।

হজ্ব ও ওমরাহ আদায়ে মহিলাদের জন্য কিছু বিশেষ বিধান

পুরুষ ও মহিলার উপর হজ্ব ফরয হওয়ার যৌথ শর্তাবলী

ইসলাম

জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া।

প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া

স্বাধীন হওয়া

সক্ষমতা

মহিলাদের উপর হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য বিশেষ শর্ত হল: সঙ্গে মাহরাম থাকা।

মাহরাম হচ্ছেন; যিনি হজ্ব সফরে তার সঙ্গে থাকবেন। যেমন ঃ স্বামী, অথবা রক্তের সম্পর্কের কারণে যার সাথে বিবাহ বন্ধন চিরতরে হারাম এমন কেউ, যেমন ঃ পিতা, ছেলে, ভাই। অথবা অন্য কোন বৈধ সম্পর্কের কারণে যার সাথে বিবাহ হারাম । যেমন ঃ দুধ ভাই, অথবা মায়ের স্বামী (সৎ পিতা), অথবা স্বামীর ছেলে (সৎ ছেলে) ।

এ ব্যাপারে দলীল হচ্ছে ; ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লহু আনহুমা) এর হাদীস; তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন : “ মাহরাম ব্যক্তি সঙ্গে থাকা ছাড়া কোন পুরুষ যেন কোন মহিলার সাথে নির্জনে মিলিত না হয় এবং কোন মহিলা মাহরাম ছাড়া যেন সফর না করে।” তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল : হে আল্লাহর রাসূল, আমার স্ত্রী হজ্ব করার জন্য বেরিয়েছেন, আর অমুক জিহাদে যাবার জন্য আমার নাম লিখা হয়েছে, তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : “তুমি বের হও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্ব কর।”

ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :

> “ মাহরাম ব্যক্তি সঙ্গে থাকা ছাড়া কোন মহিলা যেন তিন (বা ততোধিক) দিনের সফর না করে।”

এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যাতে মহিলাকে মাহরাম ছাড়া হজ্ব ও অন্য যে কোন কাজে সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, মহিলাগণ দূর্বল, সফরাবস্থায় বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি ও দুঃখ-কষ্ট দেখা দিতে পারে, যা একমাত্র পুরুষের পক্ষে মোকাবেলা করা সম্ভব। অন্যদিকে মহিলাগণ একাকীবস্থায় পাপীষ্ঠদের লোভ-লালসার শিকার হতে পারে। অতএব, তাকে রক্ষা করার জন্য মাহরাম সঙ্গে থাকা একান্ত আবশ্যক।

হজ্ব সফরে মহিলার সঙ্গী মাহরামের জন্য শর্ত হলো :

যদি মহিলা মাহরাম না পান, তবে তার পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করবেন, যিনি তার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করবেন।

ইহরাম অবস্থায় মহিলার জন্য বিশেষ কিছু বিধান হলো:

১. যদি মহিলার জন্য হজ্ব নফল হয়ে থাকে, তবে তার জন্য স্বামীর অনুমতি নেয়া শর্ত। অন্যথায় স্বামীর হক বিঘ্নিত হয়। তাই নফল হজ্ব থেকে স্ত্রীকে বাধা দেয়ার অধিকার স্বামীর রয়েছে।

২. আলেমগণের ঐক্যমতে, পুরুষের পক্ষ থেকে হজ্ব ও ওমরায় মহিলার প্রতিনিধিত্ব করা জায়েয, যেমনিভাবে অন্য মহিলার পক্ষ থেকে ও প্রতিনিধিত্ব করা জায়েয। সে মহিলা তার মেয়ে হোক বা অন্য কেউ।

৩.যদি হজ্বের সফরে পথিমধ্যে কোন মহিলার হায়েয অথবা নিফাস দেখা দেয়, তাহলে সে পথ চলতে থাকবে এবং শুধুমাত্র তাওয়াফ ছাড়া হজ্বের অন্যান্য কাজ পূর্ণ করবে। আর ইহরাম বাঁধার আগে বা ইহরাম বাঁধার সময় এই অবস্থার সম্মুখীন হলেও ইহরাম বেঁধে ফেলবে, কারণ; ইহরাম বাঁধার জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়।

৪.ইহরাম বাঁধার সময় একজন মহিলা সেসব কাজ করবে, যা একজন পুরুষ করে থাকে। যেমন: গোসল করা, প্রয়োজনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য নখ চুল কাটা ইত্যাদি। যদি মহিলা তার শরীরে খুব তীক্ষ্ণ গন্ধ নেই এমন কোন সুগন্ধি ব্যবহার করে, তবে কোন দোষ নেই। কেননা উম্মুলমুমিনীন আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর হাদীস ; তিনি বলেন:“ আমরা যখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে বের হতাম, তখন ইহরামের সময় আমাদের কপালে মিশকের প্রলেপ লাগাতাম। যখন আমাদের কেউ ঘেমে যেত, তখন সেটা চেহারায় গড়িয়ে পড়তো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা দেখতেন, কিন্তু আমাদেরকে নিষেধ করতেন না।”

(আবু দাউদ)

৫. যদি ইহরামের পূর্বে মহিলা বোরকা ও নেকাব পরা অবস্থায় থাকে, তাহলে ইহরাম বাঁধার সময় তা খুলে ফেলবে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : " ইহরামরত অবস্থায় মহিলাগণ যেন নিকাব পরিধান না করে।" (বুখারী)

মাহরাম ছাড়া অন্য পুরুষদের উপস্থিতিতে নেকাব ছাড়া ওড়না বা অন্য কোন কাপড় দিয়ে চেহারা ঢেকে দিবে। এমনিভাবে হাতমোজা ছাড়া অন্য কাপড় দিয়ে হাতের কব্জি দুটোও ঢেকে রাখবে। কেননা বিশুদ্ধ মতানুযায়ী চেহারা ও হাতের কব্জি মহিলাদের পর্দা সীমার অন্তর্ভুক্ত। তাই, ইহরাম অবস্থায় হোক বা না হোক, পর পুরুষের সামনে তা ঢেকে রাখতে হবে।

৬. ইহরাম অবস্থায় মহিলাগণ ইচ্ছেমতো মহিলাদের যে কোন পোষাক পরতে পারবেন। তবে তা অবশ্যই লম্বা, মোটা ও প্রশস্ত হতে হবে। সাজ-সজ্জার পোষাক এবং পুরুষদের পোষাকের সদৃশ হতে পারবে না। এমন আঁট-সাঁট হতে পারবে না, যাতে শরীরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকার বুঝা যায়। এমন পাতলাও হতে পারবে না, যাতে পোষাকের আভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলো দেখা যায়। এমন খাটোও হতে পারবে না, যার কারণে দু'পা ও দু'হাত খোলা থাকে।

আলেমগণের ঐক্যমতে, ইহরাম অবস্থায় মহিলার জন্য সালোয়ার-কামিজ, বক্ষবন্ধনী, ওড়না এবং পায়ের মোজা পরিধান করা জায়েয। তার জন্য কোন রং নির্দিষ্ট করা যাবেনা। যেমন: সবুজ বা সাদা হওয়া ইত্যাদি। বরং মহিলাদের জন্য বিশেষ রং সমূহের যে কোন রংয়ের (যেমন: লাল,সবুজ, কালো,ইত্যাদি) পোষাক পরিধান করতে পারবে। আর ইচ্ছেমত পোষাক পরিবর্তনও করতে পারবে।

৭. ইহরাম বাঁধার পর মহিলার জন্য নিজে শুনতে পায় এমন ক্ষীণ স্বরে তালবিয়া পড়া সুন্নত। উচ্চস্বরে পড়া মাকরূহ; কারণ, এতে ফেতনার আশঙ্কা রয়েছে। আর এ জন্যই মহিলাদের জন্য আজান ও ইকামাত দেয়া বৈধ নয়। এমনিভাবে নামাজে ইমামের ভূল সংশোধনের জন্য সুবহান-াল্লাহর পরিবর্তে মহিলাদের জন্য হাত তালি দেয়ার বিধান।

ইহরাম অবস্থায় মহিলাগণ যা থেকে বিরত থাকবে

বোরকা, নেকাব ও হাত মোজা পরিধান

সাজ-সজ্জা/ খোলামেলা পোষাক পরা

উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়া

৮. মহিলাদের জন্য আবশ্যক হলো: তাওয়াফের সময় পরিপূর্ণভাবে শরীর ঢেকে রাখা, আওয়াজ ছোট রাখা, দৃষ্টি অবনত রাখা এবং পুরুষদের সাথে ভিড় না করা, বিশেষতঃ হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর নিকট। অনুরূপভাবে তাদের উচিৎ মাতাফের দূরবর্তী স্থান দিয়ে তাওয়াফ করা। কারণ; কা'বা শরীফের নিকটবর্তী হয়ে তাওয়াফ করাতে পুরুষদের সাথে ভিড় হওয়ার কারণে ফিতনার আশঙ্কা রয়েছে। আর তাওয়াফের সময় কা'বা শরীফের নিকটবর্তী হওয়া, হাজরে আসওয়াদে চুমো দেয়া এবং রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা সবই সুন্নাত, যদি তা সহজে করা সম্ভব হয়। কাজেই সুন্নাত আদায় করতে গিয়ে কোনভাবেই হারামে লিপ্ত হওয়া যাবে না। সুতরাং, মহিলাগণ যখন হাজরে আসওয়াদ বরাবর হবেন, তখন তার দিকে ইশারা করবেন।

৯.মহিলাগণ তাওয়াফ ও সাঈ উভয় ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে হাঁটবে। সমস্ত ওলামায়ে কেরামের ঐক্যমতে, মহিলাদের জন্য তাওয়াফ ও সা'য়ীতে পুরুষদের মত "রমল" (দ্রুত হাঁটা) এর বিধান নেই।

১০.হায়েয ও নেফাস অবস্থায় মহিলারা ইহরাম, আরাফায় অবস্থান, মুযদালিফায় রাত্রিযাপন এবং জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপসহ সব কাজ আদায় করতে পারবে, শুধুমাত্র তাওয়াফ ছাড়া। কারণ, তাওয়াফের জন্য পবিত্রতা পূর্বশর্ত। রাসূল (সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কে বলেন :

" হাজ্বীগণ যেসব কাজ করছে তুমিও তা কর, শুধুমাত্র হায়েয থেকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে না।"

(বুখারী ও মুসলিম)

লক্ষণীয় :

যদি তাওয়াফ শেষ করার পর মহিলার হায়েয শুরু হয় , তবে সে এ অবস্থায় সায়ী' করবে। কারণ সায়ী করার জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়।

১১. চাঁদ অদৃশ্য হওয়ার পর/ মধ্যরাতের পর মহিলাদের জন্য মিনার উদ্দেশ্যে মুযদালিফা ত্যাগ করা জায়েয। ভিড় থেকে বাঁচার জন্য রাতেই তারা জামরা আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করতে পারবে।

১২. হজ্ব ও ওমরার ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার জন্য মহিলারা তাদের চুলের অগ্রভাগ থেকে আঙ্গুলের মাথা পরিমান কাটবে। তাদের জন্য চুল মুন্ডন করা বৈধ নয়।

১৩.হায়েয অবস্থায় মহিলা যখন জামারা আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করত: মাথার চুল কাটবে, তখন ইহরাম অবস্থায় তার জন্য যেসব কাজ নিষিদ্ধ ছিল তা হালাল হয়ে যাবে। শুধুমাত্র সে তার স্বামীর জন্য হালাল হবেনা তাওয়াফে জিয়ারাহ(ফরজ তাওয়াফ) আদায় করা পর্যন্ত। যদি সে ফরজ তাওয়াফ আদায়ের পূর্বে এ কাজ করে, তবে তার উপর ফিদয়া ওয়াজিব। আর ফিদয়া হল; একটি ছাগল জবেহ করে হারাম শরীফের ফকিরদের মাঝে বন্টন করে দেয়া।

১৪.যদি ফরয তাওয়াফ আদায় করার পর মহিলার হায়েয দেখা দেয়, তাহলে সে বিদায়ী তাওয়াফ ছাড়া হজ্বের সকল বিধানসমূহ শেষ করে সফর করবে। এমতাবস্থায় তার জন্য বিদায়ী তাওয়াফ প্রয়োজন নেই। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর হাদীস; তিনি বলেন: ফরয তাওয়াফ আদায় করার পর ছাফিয়া বিনতে হুয়াই এর হায়েয দেখা দেয়, আমি তা রাসূল (সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন : " সে কি আমাদেরকে সফর থেকে বাধা দিয়ে ফেলেছে ?" আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল, সে কা'বা শরীফের ফরয তাওয়াফ আদায় করার পর তার হায়েয দেখা দিয়েছে। তিনি বললেন : " তাহলে সে যেন আমাদের সাথে রওয়ানা করে। "

(বুখারী ও মুসলিম)

ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, " নবী (সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, কা'বা শরীফ তাওয়াফ যেন তাদের শেষ কাজ হয়। তবে তিনি হায়েয ও নিফাস অবস্থার মহিলার জন্য তা শিথীল করেছেন। "

মহিলাদের জন্য বিশেষ সুবিধাসমূহ

দূর্বলদের সাথে মুজদালিফা রাতে বেরিয়ে যাওয়া

চুল শুধু ছোট করা

হায়েযের কারণে মহিলাদের বিদায়ী তাওয়াফ মাফ

মদীনা মুনাওয়ারা মসজিদে নববী জিয়ারতের বর্ণনা

মসজিদে নববী জিয়ারতের বিবরণ

মদীনা মুনাওয়ারা হলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হিজরতভূমি এবং আবাসস্থল। এতে রয়েছে পবিত্র মসজিদে নববী। আর তা হলো সে তিন মসজিদের একটি, যে তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদের দিকে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয নেই। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:
" তিনটি মসজিদ ছাড়া (ইবাদাতের উদ্দেশ্যে) অন্য কোথাও সফর করা যাবেনা:

এতদসত্বেও হজ্বের আহকামের সাথে মসজিদে নববী যিয়ারতের কোন সম্পর্ক বা সংশ্লিষ্টতা নেই: না এটি হজ্বের শর্ত, না ওয়াজিব, না এর জন্য ইহরাম বাঁধতে হয়। তবে বছরের যে কোন সময় মসজিদে নববী যিয়ারত করা শরিয়তসম্মত ও মুস্তাহাব। সুতরাং যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা হজ্বের উদ্দেশ্যে হারামাইন শরীফাইনের দেশে আসার তাওফীক দান করেছেন, তার জন্য মসজিদে নববী যিয়ারত করা সুন্নাত। কারণ; এ মসজিদে এক সালাত আদায় করা মসজিদে হারাম ছাড়া অন্য যে কোন মসজিদে একহাজার সালাত আদায় করার চেয়ে উত্তম।

মসজিদে হারামে এক সালাত আদায় অন্য যে কোন মসজিদে এক লক্ষ সালাত আদায়ের সমান।

কাজেই জিয়ারতকারী যখন মসজিদে নববীতে পৌঁছবেন তখন :

মসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা এগিয়ে দিয়ে বলবেন:

..بِسمِ اللّهِ وَ الصَّلَاةِ وَ السَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللّه
أَعُوذُ بِاللّهِ العَظِيمِ وَ وَجْهِهِ الكَرِيمِ وَسُلطَانِهِ القَدِيمِ
مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ اللَّهُمّ افتَحْ لِي أَبوَابِ رَحمَتِكَ

- যে কোন মসজিদে প্রবেশের সময় এ দোয়া পড়া সুন্নত।

- মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেই প্রথমে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায আদায় করবেন। মসজিদের যে কোন জায়গায় এই নামায আদায় করা যাবে,তবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর ও মিম্বারের মাঝে অবস্থিত "রাওদাহ মিন রিয়াদিল জান্নাহ" (রিয়াদুল জান্নাহ) এ আদায় করতে পারলে সবচেয়ে উত্তম। মনে রাখতে হবে, এর জন্য কোন ধরণের ভিড় ও ধাক্কাধাক্কি করা যাবে না। এরপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরের সামনে গিয়ে অত্যন্ত আদাবের সাথে, ছোট আওয়াজে তাঁর উপর সালাম পেশ করবেন। সালামে বলবেন:

السَّلَامُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبَيُّ وَ رَحمَةُ اللّهِ وَ بَرَكَاتُه

এবং তাঁর উপর দরুদ পেশ করবেন। আরো বলতে পারেন:

اللهُمَّ آتِهِ الوَسِيلَةَ وَ الفَضِيلَةَ وَ ابعَثهُ المَقَامَ المَحمُودَ الَذِي وَعَدَّتَه ..
اللَهُمَّ أَجْزِهِ عَنْ أُمَّتِهِ أَفْضَلَ الجَزَاء

জিয়ারতের বর্ণনা

এরপর সামান্য ডান দিকে সরে গিয়ে হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর উপর সালাম পেশ করবেন এবং তাঁর উপর আল্লাহ্‌র রহমত, মাগফিরাত ও সন্তুষ্টির জন্য দোয়া করবেন।

এরপর আরেকটু ডান দিকে সরে গিয়ে হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর উপর সালাম পেশ করবেন এবং তাঁর উপর আল্লাহ্‌র রহমত, মাগফিরাত ও সন্তুষ্টির জন্য দোয়া করবেন।

লক্ষ্য করা যায়:

মসজিদে নববীর কোন কোন জিয়ারতকারী এমন সব ভুল-ভ্রান্তিতে লিপ্ত হন, যা স্পষ্ট বিদ'আত, শরিয়তে যার কোন ভিত্তি নেই এবং সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকেও তা কখনো প্রকাশ পায়নি।

প্রচলিত এসব ভুলের মধ্যে অন্যতম হলো:

- ✗ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরের দেয়াল, জানালা, মসজিদে নববীর দেওয়াল, দরজা, জানালা ও পর্দা ইত্যাদি স্পর্শ করে শরীরে মালিশ করা।
- ✗ কবরমুখী হয়ে দোয়া করা।
- ✓ সঠিক হলো; দোয়ার সময় কিবলামুখী হওয়া।

সম্মানিত জিয়ারতকারীর জন্য সুন্নাত হলো:

১. বাকী কবরস্থান যিয়ারত করা: বাকী মদীনার ঐতিহাসিক কবরস্থান। (জান্নাতুল বাকী হিসেবে এটি প্রসিদ্ধ হলেও এর আসল নাম "বাকীউল গরকদ")। এই কবরস্থানে অসংখ্যা সাহাবায়ে কিরামের কবর রয়েছে। তম্মধ্যে ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান বিন আফ্‌ফান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অন্যতম।

২. উহুদের শহীদগণের কবর যিয়ারত করা: উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এই কবরস্থানে ইসলামের দ্বিতীয় যুদ্ধ উহুদে শাহাদাত বরণকারী সাহাবীগণের কবর রয়েছে। তম্মধ্যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রিয় চাচা, শহীদগণের সর্দার হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অন্যতম। সম্মানিত যিয়ারতকারী রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শেখানো পদ্ধতি ও দোয়ার মাধ্যমে তাঁদের উপর সালাম পেশ করবেন এবং তাঁদের জন্য দোয়া করবেন। কবর যিয়ারতের জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শেখানো দোয়া হলো:

السَّلامُ عَلَيكُم أَهلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤمِنِيْنَ وَ الْمُسْلِمِيْنَ
و إنَّا إنْ شَاءَ اللّٰه بِكُمْ لاحِقُوْن.. نَسْأَلُ اللّٰه لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَة.

৩. কুবা মসজিদ যিয়ারত করা: কুবা মসজিদ ইসলামের প্রথম মসজিদ। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই মসজিদ যিয়ারত করতেন এবং সেখানে সালাত আদায় করতেন এবং এরূপ করতে উম্মাতকে উৎসাহিত করেছেন। এতে সালাত আদায় করলে ওমরার সাওয়াব। সাহাল বিন হুনাইফ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "যে ব্যক্তি নিজের ঘরে পবিত্রতা অর্জন করে কুবা মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করবে, সে একটি ওমরার সাওয়াব অর্জন করবে"।

৪. উল্লেখিত স্থানগুলো ছাড়া মদীনা শরীফে আর কোন মসজিদ কিংবা স্থান নেই, যা যিয়ারত করা শরীয়ত সম্মত।

অতএব কোন ব্যক্তি যেন নিজেকে কষ্ট না দেয়

এবং অযথা এখানে-সেখানে ঘুরে না বেড়ায়, যাতে কোন সওয়াব নেই।

মসজিদে নববী

হজ্ব ও ওমরাহ পালকারীদের জন্য নির্দেশিকা
ফতোয়াসমূহ
فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
النحل: ٤٣
৫৩

ফতোয়াসমূহ

প্রশ্ন: কেউ কেউ হজ্বের জন্য বিমান পথে জিদ্দা আগমনকারীদের জন্য জিদ্দায় ইহরাম বাঁধার ফতোয়া দেন, এবং কেউ কেউ তা নিষেধ করে থাকেন। এ মাসয়ালায় কোনটি সঠিক ?

উত্তর: হাজ্বী সাহেবগণ মক্কায় আসার পথে যে মীকাত অতিক্রম করবেন সে মীকাত থেকেই তাদের ইহরাম বাঁধতে হবে। চাই তারা আকাশপথে আসুক, বা স্থলপথে আসুক, অথবা নৌপথে আসুক। কেননা, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মীকাত সমূহ নির্ধারণ করে বলেছেন:

“এ মীকাতগুলো এসব এলাকার অধিবাসী এবং যারা এ এলাকাসমূহ অতিক্রম করে আসবে তাদের জন্যও।” (বুখারী ও মুসলিম)

জিদ্দা বহিরাগত কারো জন্যই মীকাত নয়। বরং এটি শুধু জিদ্দাবাসী এবং যারা হজ্ব ও ওমরার নিয়ত ছাড়াই জিদ্দা এসেছেন, অতঃপর জিদ্দা থেকে হজ্ব অথবা ওমরার নিয়ত করতে চান; তাদের জন্যই জিদ্দা মীকাত। অর্থাৎ: তারা জিদ্দা থেকেই ইহরাম বাঁধবে। (আব্দুল আযীয বিন বায রহ:)

প্রশ্ন: এক ব্যক্তি নিজের জন্য হজ্ব করার নিয়ত করেছেন, অথচ এর পূর্বে তিনি হজ্ব করেছেন, অত:পর তিনি আরাফায় থাকা অবস্থায় নিজের কোন আত্মীয়ের জন্য হজ্বের নিয়ত পরিবর্তন করতে চান। এর বিধান কি ? এটা তার জন্য জায়েয হবে ?

উত্তর: মানুষ যখন নিজের জন্য হজ্ব করার নিয়ত করে ইহরাম বাঁধে, তাহলে তার জন্য রাস্তায়, আরাফায়, কিংবা অন্য কোথাও এ নিয়ত পরিবর্তন করার সুযোগ নেই। বরং তার নিজের পক্ষ থেকেই হজ্ব করা আবশ্যক। এ নিয়ত অন্যের জন্য পরিবর্তন করা যাবে না। চাই সে অন্য কেউ তার পিতা - মাতা বা অন্য কেউহোক। বরং এ হজ্ব তার নিজের জন্যই গণ্য হবে। কেননা আল্লাহ তায়ালার বাণী:

وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ   سورة البقرة الآية ١٩٦

“ এবং তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্ব ও ওমরা পূর্ণ কর।”

অতএব, যখন সে নিজের ইহরাম বাঁধে, তখন তা নিজের জন্য পূর্ণ করা ওয়াজিব। আর যদি অন্য কারো পক্ষ থেকে ইহরাম বাঁধে তবে অন্যের জন্যই পূর্ণ করা ওয়াজিব। কাজেই ইহরামের পর আর নিয়ত পরিবর্তন করতে পারবে না।

(আব্দুল আযীয বিন বায রহ:)

প্রশ্ন:

আমি যখন বয়সে খুব ছোট তখন আমার মা মৃত্যু বরণ করেছেন, তিনি তার হজ্ব আদায় করার জন্য একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে গেছেন। আমার বাবাও জীবিত নেই। অথচ আমি দু'জনের একজনকেও চিনি না। কিন্তু কতেক নিকটাত্মীয় থেকে শুনেছি যে, আমার পিতা হজ্ব করেছেন। আমার মায়ের পক্ষ থেকে হজ্ব করার জন্য এখন আমার জন্য একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করা কি জায়েয হবে ? নাকি আমাকে স্বয়ং তার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করতে হবে ? আমি কি আমার বাবার পক্ষ থেকেও হজ্ব করবো? অথচ আমি শুনেছি যে, তিনি হজ্ব আদায় করেছেন ।

উত্তর:

যদি আপনি নিজে তাদের দু'জনের পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করেন এবং শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী হজ্ব পূর্ণ করার চেষ্টা করেন, তবে এটিই সবচেয়ে উত্তম। আর যদি তাদের পক্ষ থেকে হজ্ব করার জন্য কোন আমানাতদার ও দ্বীনদার ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, তাতেও কোন অসুবিধে নেই। তবে আপনি নিজে তাদের পক্ষ থেকে হজ্ব বা ওমরা আদায় করা সবচেয়ে উত্তম। এমনিভাবে আপনি যাকে প্রতিনিধি নিয়োগ করবেন তাকে নির্দেশ দিবেন, সে যেন তাদের দু'জনের পক্ষ থেকে হজ্ব ও ওমরা আদায় করে। আর এটি পিতা-মাতার প্রতি আপনার উত্তম আচরণ। আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ থেকে কবুল করে নিন।

(আব্দুল আযীয বিন বায রহ:)

প্রশ্ন:

একজন মহিলা হজ্ব আদায় করেছে এবং কঙ্কর মারা ছাড়া হজ্বের সব কাজ শেষ করেছে। কঙ্কর মারার জন্য তার পক্ষ থেকে একজনকে দায়িত্ব দিয়েছে। কারণ, তার সাথে ছোট শিশু রয়েছে, যদিও সে জানে এটা তার ফরজ হজ্ব। এ ব্যাপারে শরিয়ত কি বলে?

উত্তর:

এতে তার কোন অসুবিধা নেই। প্রতিনিধি তার পক্ষ থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ করা যথেষ্ট হবে। কারণ কঙ্কর মারার সময় ভিড়ের কারণে মহিলাদের ক্ষতির বিরাট আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে যে মহিলার সাথে ছোট শিশু থাকে।

(আব্দুল আযীয বিন বায রহ:)

প্রশ্ন: এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির অসিয়ত অনুসারে তার পক্ষ থেকে হজ্ব করা কি জায়েয হবে ? যদিও সে জানে যে, অসীয়তকারী ব্যক্তি জীবিত রয়েছেন।

উত্তর: উত্তর: যদি হজ্বের অসিয়তকারী অথবা প্রতিনিধি নিয়োগকারী ব্যক্তি বয়সে বৃদ্ধ অথবা এমন রোগের কারণে হজ্ব করতে অক্ষম হন যা থেকে আরোগ্য লাভের আশা নেই, তাহলে এ কাজে কোন অসুবিধা/ সমস্যা নেই। কারণ, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এক ব্যক্তি অভিযোগ করেছেন যে, তার পিতা হজ্ব করতে অক্ষম এবং উটের পিঠেও আরোহণ করতে সক্ষম নন, তখন তিনি ইরশাদ করেন :

" তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্ব ও ওমরা আদায় কর।"

খাসয়ামিয়া গোত্রের এক মহিলা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলেছেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতার উপর এমন অবস্থায় আল্লাহর হজ্ব ফরজ হয়েছে যে, তিনি হজ্ব করতে সক্ষম নন। তখন তিনি ইরশাদ করেন:

" তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় কর। "

(আব্দুল আযীয বিন বায রহ:)

প্রশ্ন: এক ব্যক্তি মারা গেলেন কিন্তু তার পক্ষ থেকে হজ্ব করার জন্য কাউকে অসিয়ত করে যাননি। এখন তার পক্ষ থেকে তার ছেলে হজ্ব করলে তার ফরজ আদায় হবে কিনা?

উত্তর: যখন কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার মুসলিম ছেলে হজ্ব আদায় করে এবং সে ছেলে ইতিপূর্বে নিজের হজ্ব আদায় করেছে, তবে সে ব্যক্তির হজ্বের ফরজ আদায় হয়ে যাবে। এমনিভাবে তার ছেলে ছাড়া অন্য কোন মুসলিম যিনি ইতিপূর্বে নিজের হজ্ব আদায় করছেন, তিনিও তার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করতে পারবেন। কেননা, বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ প্রদত্ত হজ্ব আমার পিতাকে এমন বৃদ্ধকালে পেয়েছে যে, তিনি হজ্ব করতে অক্ষম এবং উটের পিঠে আরোহন করতেও অক্ষম। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করবো? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তরে বললেন: "হ্যাঁ, তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্ব করো।"

(আব্দুল আযীয বিন বায রহ:)

প্রশ্ন: হাজীগণের জন্য ফরজ তাওয়াফ করার পূর্বে হজ্বের সায়ী করা জায়েয হবে ?

উত্তর: ইফরাদ বা কিরান হজ্ব আদায়কারী ব্যক্তি যদি তাওয়াফে কুদুম বা আগমনী তাওয়াফের পর সায়ী করেন, তাহলে তাকে তাওয়াফে যিয়ারাহ্ বা ফরয তাওয়াফের পর হজ্বের সায়ী আর করতে হবে না। অর্থাৎ, ইফরাদ বা কিরান হজ্ব আদায়কারীর জন্য ফরয তাওয়াফের আগে এমনকি জিলহজ্বের দশ তারিখের আগে হজ্বের সায়ী করা জায়েয।

আর যদি তামাত্তু' হজ্ব আদায়কারী হন, তাহলে তাকে দু'টি সায়ী করতে হবে। প্রথমটি, মক্কা শরীফ পৌঁছেই, যা ওমরার সায়ী হিসেবে ধর্তব্য হবে। দ্বিতীয়টি জিলহজ্বের দশ তারিখ হজ্বের ফরয তাওয়াফের সাথে। তাই, তামাত্তু' হজ্ব আদায়কারীর জন্য জিলহজ্বের দশ তারিখের আগে হজ্বের সায়ী করা জায়েয নেই। এখন প্রশ্ন হলো, দশ তারিখ তাওয়াফে যিয়ারাহ্ বা হজ্বের তাওয়াফ করার আগে হজ্বের সায়ী করা (যা মূলত তাওয়াফের পর করার বিধান) জায়েয আছে কি না?। এ ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে, তাওয়াফের পরেই সায়ী করা। কারণ, সায়ীর সময় হলো তাওয়াফের পর। তবে কেউ যদি (দশ তারিখ) ফরয তাওয়াফের পূর্বে সায়ী করে ফেলে, তাহলে গ্রহণযোগ্য মতানুযায়ী কোন অসুবিধা নেই। কারণ, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাই-হি ওয়া সাল্লাম) কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ফরয তাওয়াফের পূর্বে সায়ী করেছি। উত্তরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "কোন অসুবিধা নেই"। উল্লেখ্য: দশ তারিখ ফরয তাওয়াফের পূর্বে হজ্বের সায়ী করা জায়েয হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারটি তামাত্তু হজ্ব আদায়কারীদের জন্য যেমন প্রযোজ্য, তেমনিভাবে ইফরাদ ও কিরান হজ্ব আদাকারী যদি তাওয়াফে কুদুম বা আগমনী তাওয়াফের সাথে সায়ী না করে তার ক্ষেত্রেও একই কথা।

অতএব, হাজ্বী সাহেবগণ ঈদের দিন নিম্নের কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে করবেন:

১. শুধুমাত্র জামরা আক্বাবাহ বা বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা।

২. কুরবানীর পশু/ হাদী জবাই করা।

৩. মাথার চুল মুন্ডন অথবা ছোট করা।

৪. তাওয়াফে যিয়ারাহ বা ফরয তাওয়াফ করা।

৫. সাফা- মারওয়ায় সায়ী করা।

তবে, ইফরাদ ও কিরান হজ্ব আদায়কারী যদি তাওয়াফে কুদুমের পর সায়ী করে থাকেন, তাহলে তাকে দশ তারিখ তাওয়াফের সাথে আর সায়ী করতে হবে না।

উল্লেখিত কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে আদায় করা উত্তম। তবে, কেউ যদি কোন কারণে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে না পারেন, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ রহমত।

ফতোয়াসমূহ

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি প্রথমে নিজের ওমরা আদায় করার পর মক্কা শরীফের তানঈম নামক স্থান থেকে ইহরাম বেঁধে তার পিতার জন্য ওমরা করেছে তার ওমরা কি শুদ্ধ হবে ? নাকি তাকে আসল মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে?

উত্তর: যদি আপনি নিজের জন্য ওমরা শেষ করে, ইহরাম খুলে হালাল হয়ে যান। এরপর আপনার মৃত অথবা অক্ষম পিতার জন্য একটা ওমরা আদায় করতে চান, তখন আপনি হারাম শরীফের বাহিরে যেমন তানঈমে যাবেন এবং সেখান থেকে ওমরার ইহরাম বাঁধবেন। আপনার জন্য মীকাত পর্যন্ত সফর করা কোন প্রয়োজন নেই।

(ইফতা ও ইলমী বাহাছের স্থায়ী কমিটি)

প্রশ্ন: ইহরাম বাঁধার সময় নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা জায়েজ হবে কিনা?

উত্তর: বিশেষ করে হজের ইহরাম ছাড়া অন্য কোন ইবাদাতে নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা শরিয়তসম্মত নয়। কিন্তু হজ্বের নিয়ত মুখে উচ্চারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত আছে। অতএব, নামাজ ও তাওয়াফের ক্ষেত্রে নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা উচিত নয়। 'আমি অমুক অমুক নামাজের নিয়ত করছি, অথবা আমি অমুক অমুক তাওয়াফের নিয়ত করছি; এভাবে মুখে উচ্চারণ করা ঠিক নয়, বরং সুস্পষ্ট বিদআত। এসব ক্ষেত্রে উচ্চস্বরে নিয়ত করা আরো বেশী নিন্দনীয় ও গুনাহের কাজ। যদি মুখে উচ্চারণ করা শরীয়ত সম্মত হতো তবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবশ্যই তা বর্ণনা করতেন কিংবা তাঁর কথা বা কাজের মাধ্যমে উম্মতের জন্য তা স্পষ্ট করে দিতেন এবং সালফে সালেহীনগণ সবার আগে তা করতেন। অতএব, যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবাদের থেকে এটি বর্ণিত হয়নি, তখন জানা গেল যে, এটি একটি বিদআত। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :

" বিদআত (তথা দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার) হল; সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ। আর প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী।" (মুসলিম)

তিনি আরও বলেছেন: "যদি কোন ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনে এমন কিছু নতুন বিষয় আবিষ্কার করলো যা এর অন্তর্ভূক্ত নয়, তাহলে তা পরিত্যাজ্য বলে গণ্য হবে"। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিম শরীফে আছে: "যে এমন কোন আমল করল যার ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত তথা গ্রহণযোগ্য নয়।"

(আব্দুল আযীয বিন বায রহ:)

প্রশ্ন: দেশে ফেরার সময় মক্কা শরীফ হতে বের হওয়ার সময় ফরজ তাওয়াফের সাথে বিদায়ী তাওয়াফ করা জায়েয হবে কিনা ?

উত্তর: এতে কোন অসুবিধা নেই। যদি হাজ্বী সাহেব তাওয়াফে যিয়ারাহ্ বা ফরয তাওয়াফ বিলম্ব করে আইয়ামে তাশরীকে (জিলহজ্বের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ) প্রত্যেক জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপসহ হজ্বের সমস্ত কাজ শেষ করে দেশে ফিরে যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে করতে চান, তাহলে তাঁর জন্য তা বৈধ এবং এই এক তাওয়াফই ফরয তাওয়াফ ও বিদায়ী তাওয়াফ উভয়টির জন্য যথেষ্ট হবে। তবে শর্ত হলো: উভয় তাওয়াফের নিয়ত করতে হবে।হ্যাঁসর্বোত্তম হলো: দুই তাওয়াফ করা: একটি তাওয়াফে যিয়ারাহ্ বা ফরয তাওয়াফ। আরেকটি বিদায়ী তাওয়াফ।

(আব্দুল আযীয বিন বায রহ:)

প্রশ্ন: আমি জিদ্দা শহরের অধিবাসী। সাতবার হজ্ব করেছি, তবে কখনো বিদায় তাওয়াফ করিনি, কারণ কেউ কেউ বলেছিলেন যে, জিদ্দাবাসীদের জন্য বিদায় তাওয়াফ নেই। এতে কি আমার হজ্ব শুদ্ধ হয়েছে ?

উত্তর: অন্যান্য জায়গার অধিবাসীদের মত জিদ্দাবাসীদের উপরও বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব। সুতরাং, তারা যেন তায়েফ ও তৎসদৃশ অন্যান্য জায়গার অধিবাসীদের মত বিদায়ী তাওয়াফ করা ছাড়া হজ্ব থেকে বের না হন। কেননা, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকল হাজীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে ব্যাপকভাবেই বলেন: “বায়তুল্লা-হর শরীফের তাওয়াফ ছাড়া তোমাদের কেউ যেন বের না হয়।” বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাদের হজ্বের কাজ যেন বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফের মাধ্যমে শেষ হয়, তবে তিনি ঋতুবতী মহিলার জন্য তা শিথীল করেছেন। আর যদি কেউ বিদায়ী তাওয়াফ না করে, তাহলে তার উপর “দম” আবশ্যক। দম হলো: উট বা গরুতে সাত ভাগ অথবা এক বছর বা ততোর্ধ বয়সের একটি বকরী অথবা ছয়মাস বা ততোর্ধ বয়সের একটি ভেড়া মক্কায় জবাই করে হারাম শরীফের দরীদ্রদের মাঝে বন্টন করে দিতে হবে। পাশাপাশি আল্লাহর কাছে তওবা ও ইস্তেগফার করতে হবে এবং এ ধরণের কাজ ভবিষ্যতে আর না করার দৃঢ় সংকল্প করতে হবে।

(আব্দুল আযীয বিন বায রহ:)

ফতোয়াসমূহ

প্রশ্ন:

এক ব্যক্তি তাওয়াফ করছিলেন, (উদাহরণস্বরূপ) তিনি পঞ্চম চক্করে থাকা অবস্থায় ইকামাত হয়ে যাওয়ায় ইমামের সাথে নামযে শরীক হয়ে গেলেন। এমতাবস্থায় পঞ্চম চক্করের যেটুকু আদায় করেছেন তা কি গণ্য হবে এবং নামাযের পর সেখান থেকেই শুরু করবেন, নাকি বাতিল হয়ে যাবে এবং নামাযের পর পঞ্চম চক্কর শুরু থেকেই করে দিবেন?।

উত্তর:

সঠিক কথা হল: এ অবস্থায় তার পঞ্চম তাওয়াফ বাতিল হবে না। বরং ইমামের সাথে নামাজ পড়ার জন্য যেখানে থেমেছেন সেখান থেকেই পুনরায় শুরু করে তাওয়াফ পূর্ণ করবেন।

প্রশ্ন:

প্রশ্ন: আমরা অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাস করি, এখানকার মুসলমানদের বড় একটি দল হজ্বের ফরয আদায় করার ইচ্ছা করলেন, যেমন আমরা অষ্ট্রেলিয়ার সিডনী শহর থেকে সফর শুরু করবো, যেটি আমাদের প্রথম ষ্টেশন। এরপর আমরা আবুধাবী, বাহরাই ও জিদ্দা এ তিনটি বিমান বন্দর অতিক্রম করব। এমতাবস্থায় আমাদের ইহরাম বাঁধার মীকাত কোথায় হবে ? আমরা কি সিডনী থেকে ইহরাম বাঁধবো নাকি অন্য কোন স্থান থেকে?

উত্তর:

হজ্ব ও ওমরার জন্য সিডনী, আবুধাবী ও বাহরাইন কোনটিই মীকাত নয়। একইভবাবে জিদ্দাও মীকাত নয়। বরং এটি শুধুমাত্র জিদ্দাবাসীদের জন্য মীকাত। মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে বিমানযোগে আসার পথে আপন-ারা যে মীকাত অতিক্রম করবেন, সেখান থেকেই ইহরাম বাঁধাই আপনাদের জন্য ওয়াজিব। কেননা মীকাতগুলো নির্ধারণ করার পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "এগুলো হজ্ব ও ওমরার নিয়ত কারী স্থানীয় লোক ও এর উপর দিয়ে অতিক্রমকারীদের জন্য মীকাত। মীকাত অতিক্রম করার পূর্বে আপনারা বিমানের ক্রুদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে পারেন। আর যদি ইহরামবিহীন অবস্থায় মীকাত অতিক্রম করার আশংকায় মীকাত আসার আগেই হজ্ব অথবা ওমরার ইহরামের নিয়ত করে থাকেন ও লাব্বাইক বলে ফেলেন; তবে এতে কোন অসুবিধা নেই। তবে ইহরামের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে পরিষ্কা-পরিচ্ছন্ন হওয়া অথবা গোসল করা অথবা ইহরামের পোষাক পরিধান করা যে কোন স্থানেই জায়েয আছে।

(তথ্য ও গবেষণা স্থায়ী কমিটি)

প্রশ্ন: এক ব্যক্তি কিরান হজ্ব করলেন, কিন্তু হাদী জবাই অথবা মিসকীন খাওয়ানো অথবা রোজা রাখা কিছুই না করে দেশে চলে গেলেন বা মক্কা থেকে দূরে চলে গেছেন। এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিধান কি?।

উত্তর: তার উপর এমতাবস্থায় একটি দম বা জন্তু জবেহ করা ওয়াজিব, যা তার কোরবানীর জন্য যথেষ্ট। এ জবেহ সে নিজে করবে অথবা নির্ভরযোগ্য কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে করাবে। যা ফকিরদের মাঝে বন্টন করে দিবে এবং সে তা থেকে খেতে পারবে ও যাকে ইচ্ছা হাদিয়া দিতে পারবে। যদি দম দিতে অক্ষম হয় তবে দশ দিন রোজা রাখবে।

(তথ্য ও গবেষণা স্থায়ী কমিটি)

প্রশ্ন: যখন হাজী সাহেব ফরয ও বিদায় তাওয়াফ ছাড়া হজ্বের অন্য সকল ফরজ-ওয়াজিব পূর্ণ করল, এরপর হজ্বের শেষ দিন অর্থাৎ আইয়াম তাশরিকের দ্বিতীয় দিন (জিলহজ্বের ১২ তারিখ) ফরজ তাওয়াফ আদায় করে আর বিদায়ী তাওয়াফ না করে এবং বলে যে, ইহা আমার জন্য যথেষ্ট। অথচ সে মক্কা মুকাররামার অধিবাসী নয়, বরং অন্য শহরের অধিবাসী। এখন তার জন্য কি বিধান ?

উত্তর: যদি ব্যপারটি যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তদ্রুপ হয়ে থাকে এবং সে ফরজ তাওয়াফ আদায় করার সাথে সাথে মক্কা ছেড়ে চলে যায়, তবে তার এ তাওয়াফ ফরজ তাওয়াফ ও বিদায়ী তাওয়াফ উভয়ের জন্য যথেষ্ট হবে। যদি সে ইতিপূর্বে জামারার কঙ্করগুলো মেরে থাকে।

(তথ্য ও গবেষণা স্থায়ী কমিটি)

প্রশ্ন: আমি ইফরাদ হজ্ব করেছি এবং আরাফায় যাওয়ার পূর্বে তাওয়াফ ও সায়ী করেছি । এখন ফরজ তাওয়াফের সাথে কি আমাকে পুনরায় সায়ী করতে হবে ?

উত্তর: ইফরাদ অথবা কিরান হজ্ব আদায়কারী যদি তাওয়াফে কুদুম বা আগমনী তাওয়াফের সাথে সায়ী করেন, তাহলে ফরজ তাওয়াফের সাথে তাকে আর সায়ী করতে হবে না। তাওয়াফে কুদুমের সাথে যে সায়ীটি করেছিলেন তা যথেষ্ট হবে। তবে হজ্জে তামাত্তুকারী হলে তাকে ফরজ তাওয়াফের সাথে অবশ্যই সায়ী করতে হবে। প্রথমটি ওমরার সায়ী, আর দ্বিতীয়টি হজ্বের সায়ী।

(তথ্য ও গবেষণা স্থায়ী কমিটি)

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি মক্কা শরীফ যেতে চায় অথচ হজ্ব ও ওমরা করার তার ইচ্ছে নেই। তার কি হুকুম ?

উত্তর: যেদি কোন ব্যক্তি হজ্ব বা ওমরার নিয়ত ছাড়া অন্য কোন কাজে (যেমন: ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী ইত্যাদি) মক্কায় যেতে চান, তার উপর ইহরাম বাঁধা আবশ্যক নয়। কারণ, হাদীসে যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মীকাতগুলো উল্লেখ করেছেন তখন বলেছেন: "এ মীকাতগুলো স্থানীয় অধিবাসীদের এবং হজ্ব ও ওমরার নিয়তে এর উপর দিয়ে অতিক্রমকারীদের জন্য।"

সার কথা হচ্ছে, যারা হজ্ব বা ওমরার নিয়ত ছাড়া মীক্বাত অতিক্রম করবে, তাদের জন্য ইহরাম বাঁধার প্রয়োজন নেই। এটা বান্দার উপর আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ রহমত এবং সহ-জীকরণ।

(তথ্য ও গবেষণা স্থায়ী কমিটি)

প্রশ্ন:

তামাত্তু' অথবা কিরান হজ্ব আদায়কারী যদি কুরবানী/ হাদী দিতে অক্ষম হয়, তাহলে সে কি করবে?।

উত্তর:

কিরান অথবা তামাত্তু হজ্ব আদায়কারী হাদী বা কুরবানী দিতে সক্ষম না হলে মোট দশটি রোজা রাখবেন: তিনটি হজ্বের সময়, আর সাতটি দেশে ফিরে গিয়ে। যে তিনটি রোজা হজ্বের সময় রাখবেন সেগুলো চাইলে কুরবনীর দিনের পূর্বে রাখতে পারবেন, আর যদি চান আইয়ামে তাশরীকেও রাখতে পারবেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا۟ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّهُۥ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

অর্থ: "তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ্ব ও ওমরা পূর্ণ করো। যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে কুরবানী/ হাদী হিসেবে তোমাদের উপর তাই ধার্য্য যা তোমাদের জন্য সহজলভ্য। আর যতক্ষণ না কুরবানী/ হাদীর জন্তু যথাস্থানে পৌঁছবে ততক্ষণ মাথা মুন্ডন করো না। তবে যদি তোমাদের কেউ অসুস্থ হয় অথবা মাথায় (উকুনজাতীয়) কষ্টদায়ক কিছু হয় (এবং এর কারণে মাথার অথবা শরীরের কোন স্থান থেকে চুল কাটতে হয়, তাহলে তার জন্য তা জায়েয) তবে এর জন্য সে সিয়াম (রোজা) কিংবা সাদাকাহ্ অথবা পশু জবাই করা দ্বারা ফিদইয়াহ দিবে। অতঃপর তোমরা যখন নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে কেউ উমরাকে হজ্বের সাথে মিলিয়ে করতে চায়, তাহলে সে সহজলভ্য কুরবানীর জন্তু/ হাদী জবাই করবে। কেউ যদিকুরবানী/ হাদী হিসেবে জবাই করার জন্য কিছু না পায়, তাহলে তাকে হজ্বের সময় তিন দিন আর ঘরে ফিরে গিয়ে সাত দিন মোট দশ দিন রোজা (সিয়াম) রাখতে হবে। এটা তাদের জন্য, যাদের পরিজনবর্গ মসজিদে হারামের আশে-পাশে বসবাস করে না। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্বওয়া অবলম্বন করো এবং জেনে রাখো, আল্লাহ্ তা'আলা শাস্তি দানে বড়ই কঠোর"।। (সূরা বাক্বারা : ১৯৬)

ছহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা ও ইবনে ওমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা বলেন: "যার কাছে কুরবানী/ হাদীর জন্তু নেই তাকে ছাড়া অন্য কাউকে তাশরীকের দিনগুলিতে (জিলহজ্বের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ) রোজা রাখার অনুমতি দেয়া হয়নি"।

হাজ্বী সাহেবের জন্য সর্বোত্তম হলো: রোজা তিনটি আরাফার দিনের পূর্বেই রাখা, যাতে আরাফার দিন রোজাবিহীন অবস্থায় থাকতে পারেন। কেননা, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরাফার দিন রোজাবিহীন অবস্থায় ছিলেন এবং আরাফার দিন আরাফার ময়দানে রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন। মনে রাখা দরকার: কুরবানী/ হাদীর পরিবর্তে হজ্বের দিনসমূহে তিনটি আর দেশে ফিরে গিয়ে সাতটি মোট দশটি রোজার যে বিধান বর্ণিত হয়েছে সেগুলো বিরতীহীনভাবে রাখা জরুরী জরুরী নয়। বরংআলাদা আলাদাও রাখা যাবে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা লাগাতার রাখার শর্ত করেননি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ

অর্থ : এবং সাতটি রোযা যখন তোমরা ফিরে যাবে।"

অক্ষম ব্যক্তির জন্য মানুষের কাছে ভিক্ষা করে কুরবানী করার চেয়ে রোযা রাখা উত্তম।

(কিতাবুত্ তাহকীক ওয়াল ইজাহ, আব্দুল আযীয বিন বায রহ:)

ফতোয়াসমূহ

প্রশ্ন: হজ্বের মাসগুলো ছাড়া অন্য মাসে যে ব্যক্তি মীকাতে পৌঁছল তার হুকুম কি ?

উত্তর:

মীকাতে পৌঁছার দুটি অবস্থা হতে পারে :

প্রথমত : হজ্বের মাসগুলো ছাড়া অন্য মাসে মীকাতে পৌঁছা । যেমন: রমাদান ও শা'বান মাসে।

তার জন্য সুন্নাত হল: তিনি ওমরার ইহরাম বাঁধবেন ও অন্তর দিয়ে নিয়ত করবেন এবং মুখেও উচ্চারণ করবেন: "লাব্বাইকা ওমরাতান" অথবা " আল্লাহুমা লাব্বাইকা ওমরারাতান " এবং বায়তুল্লাহ শরীফ পৌঁছা পর্যন্ত বেশী বেশী করে তালবিয়া পড়তে থাকবেন। এরপর বায়তুল্লাহ শরীফ পৌঁছে তালবিয়া বন্ধ করে দিবেন এবং সাত চক্করে তাওয়াফ করবেন ও মাকামে ইবরাহিমের পেছনে দু'রাকাত নামাজ আদায় করবেন। এরপর সায়ীর উদ্দেশ্যে বের হবেন ও সাত চক্করে সাফা- মারওয়ার মাঝে সায়ী শেষ করে মাথার চুল মুন্ডন অথবা ছোট করবেন। এভাবে তার ওমরা পূর্ণ হবে এবং ইহরাম অবস্থায় যেসব কাজ নিষিদ্ধ ছিল তা বৈধ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত: হজ্বের মাসগুলোতে মীকাতে পৌঁছা। হজ্বের মাসগুলো হচ্ছে: শাওয়াল, যুলকা'দা, জিলহজ্বের প্রথম দশ দিন।

এ ক্ষেত্রে তিনি তিনটি বিষয়ের যেকোন একটি করতে পারবেন: ১. শুধু হজ্বের নিয়ত করবেন (ইফরাদ হজ্ব)। ২. শুধু ওমরার নিয়ত করবেন। ৩. একসাথে হজ্ব ও ওমরার নিয়ত করবেন (কিরান)। কারণ, বিদায় হজ্বের সময় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মীকাতে পৌঁছলেন তখন তার সাহাবাগণকে এ তিনটি কাজের যে কোন একটি গ্রহণ করার জন্য স্বাধীনতা দিলেন। এতদসত্বেও সুন্নাত হল: যে ব্যক্তির সাথে হাদী (কুরবানীর পশু) নেই তিনি ওমরার ইহরাম বাঁধবেন এবং তিনি তা-ই করবেন যা হজ্বের মাসগুলো ছাড়া অন্য মাসে মীকাতে আসা ব্যক্তির ব্যাপারে আমরা উল্লেখ করেছি। কেননা, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মক্কার নিকটবর্তী হলেন তখন তাঁর সঙ্গীগণকে নির্দেশ দিলেন যে, তারা যেন তাদের এ ইহরামকে ওমরার ইহরাম হিসেবে গণ্য করে এবং এ বিষয়ে তিনি তাদেরকে গুরুত্ব দেন।

(কিতাবুত্ তাহকীক ওয়াল ইজাহ, আব্দুল আযীয বিন বায রহ:)

প্রশ্ন:

আমার মা বয়সে খুব বৃদ্ধা, তিনি হজ্ব করার ইচ্ছা করেন। কিন্তু দেশে তার কোন মাহরাম ব্যক্তি পাওয়া যাচ্ছে না, কিংবা মাহরাম সহ হজ্বে বিরাট অংকের টাকা লাগে। এ অবস্থায় তার হুকুম কি?

উত্তর:

এমতাবস্থায় তাঁর জন্য হজ্ব আদায় করা জায়েয নয়। কেননা! যুবতী হোক অথবা বৃদ্ধা হোক মহিলার জন্য মাহরাম ছাড়া হজ্ব করা জায়েয নয়। বরং, সহজে মাহরাম পাওয়া গেলেই তাকে হজ্ব করতে হবে। আর হজ্ব না করে যদি সে মারা যায়, তখন তার সম্পদ দিয়ে তার পক্ষ থেকে হজ্ব করা উচিত। যদি তার দান করা সম্পদ দিয়ে কেউ তার পক্ষ থেকে হজ্ব করে, এটি অতি উত্তম।

(আব্দুল আযীয বিন বায রহ:)

প্রশ্ন:

কখন কঙ্কর মারার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা যাবে ?

আর এমন কোন নির্দিষ্ট দিন আছে? যখন প্রতিনিধি নিয়োগ করা যাবে না?

উত্তর:

নিম্নবর্ণিত লোকদের জন্য প্রত্যেক জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ করতে প্রতিনিধি নিয়োগ করা জায়েয: ১. অসুস্থ ব্যক্তি, যে কঙ্কর নিক্ষেপে অক্ষম। ২. গর্ভবতী মহিলা, যে নিজের ক্ষতির আশঙ্কা করে। ৩. দুগ্ধদানকারীনী মহিলা, যার সাথে তার শিশুদেরকে দেখাশুনা করার জন্য কেউ নেই। ৪. খুব বৃদ্ধ পুরুষ ও মহিলাসহ এ ধরণের যারা কঙ্কর নিক্ষেপ করতে অক্ষম। অনুরূপভাবে শিশুদের পক্ষ থেকে তাদের অভিভাবক কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন।প্রতিনিধি প্রত্যেক জামারায় প্রথমে নিজের পক্ষ থেকে অতঃপর নিয়োগকারীর পক্ষ থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। তবে তিনি যদি নফল হজ্ব আদায়কারী হন, তাহলে প্রথমে নিজের কঙ্কর নিক্ষেপ করা জরুরী নয়। হাজ্বী ছাড়া অন্য কেউ কঙ্কর নিক্ষেপ করার জন্য প্রতিনিধি হতে পারবে না।

(আব্দুল আযীয বিন বায রহ:)

ফতোয়াসমূহ

প্রশ্ন: মহিলাদের জন্য হজ্বের সময় এমন টেবলেট ব্যবহার করা জায়েয হবে কিনা যা তার ঋতুস্রাব বন্ধ রাখবে কিংবা বিলম্ব করে দিবে?।

উত্তর: হজ্ব বা ওমরার সময় ঋতুস্রাব বন্ধ রাখার জন্য টেবলেট ব্যবহার করা জায়েয আছে, তবে তা তার স্বাস্থ্য রক্ষার্থে কোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শমত হতে হবে। এভাবে রমজান মাসেও যদি সকলের সাথে রোজা রাখাকে পছন্দ করেন তবে এ টেবলেট ব্যবহার করা যাবে।

(আব্দুল আযীয বিন বায রহ:)

প্রশ্ন: আমরা ওমরা আদায় করার মাঝে না জেনে (আপাদমস্তক আবৃত করে এমন) বোরকা পরে ফেলেছি, অথচ তা জায়েয নেই। তবে তার কাফফারা কি?

উত্তর: যেহেতু বোরকা তথা নেকাব ইহরাম অবস্থায় (মহিলাদের জন্য) পরিধান করা নিষেধ। কাজেই মহিলার উপর এখন ফিদয়া ওয়াজিব হয়েছে। আর ফিদয়া হল; একটি বকরী যবেহ করা অথবা ছয় জন মিসকীনকে খাবার দেয়া অথবা তিন দিন রোযা রাখা। তবে এ সম্পর্কে জানা থাকলে তবেই ফিদয়া দিতে হবে। তাই কোন মহিলা যদি না জেনে কিংবা ভূল করে ইহরাম অবস্থায় নেকাব পরিধান করে তার উপর ফিদয়া ওয়াজিব হবে না। ফিদয়া ওয়াজিব হবে তার উপর যে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিধান করে।

(আব্দুল আযীয বিন বায রহ:)

দোয়া

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡ

" এবং তোমাদের রব বলেছেন:
তোমারা আমার নিকট দোয়া কর,
আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো ।

দোয়া

আরাফার দিনের দোয়া

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : " সবচেয়ে উত্তম দোয়া আরাফার দিনের দোয়া। তবে সর্বোত্তম দোয়া হচ্ছে; যা আমি এবং আমার পূর্বের নবীগণ পড়েছি ।" তা হলো :

لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له .. له الملك و له الحمد .. و هو على كل شيئ قدير

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : "আল্লা-হর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বাক্য চারটি :

سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلا اللّه ، و اللّه أكبر

অতএব, এ জিকির বিনয় ও আন্তরিকতার সাথে বেশী বেশী করা উচিত। কাজেই শরিয়তে বর্ণিত মাসনূন দোয়া ও জিকিরসমূহ (বিভিন্ন অবস্থা ও স্থানের জন্য নির্ধারিত দোয়া ও জিকিরসমূহ) এর প্রতি সবসময় যত্নবান হওয়া উচিৎ। বিশেষ করে আরাফার ময়দানে অধিক অর্থবহ দোয়া ও জিকিরগুলো করা উচিৎ। তন্মোধ্যে নিম্নের দোয়াগুলো উল্লেখযোগ্য:

- سُبحَانَ اللّه و بحمده سبحان اللّه العظيم

- لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ... لا إله إلا اللّه ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن . • لا إله إلا اللّه مخلصين له الدين و لو كره الكافرون

- لا حول ولا قوة إلا باللّه • ربنا آتنا في الدنيا حسنة .. و في الآخرة حسنة .. و قنا عذاب النار

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

" তোমাদের পালনকর্তা বলেছেন: তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। যারা আমার ইবাদাতে অহংকার করে তারা অতিসত্বর লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে দাখিল হবে।।"

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :

" তোমাদের রব লজ্জাশীল, অতি দয়ালু, তাঁর একজন বান্দা যখন দু'হাত তুলে দোয়া করে তখন তিনি তাকে খালি হাতে ফেরত দিতে লজ্জা করেন।"

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেছেন: "যখন কোন মুসলমান আল্লাহর নিকট এমন দোয়া করেন যার মাঝে কোন গুনাহ বা রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা নেই, তখন আল্লাহ তার দোয়ার কারণে তাকে তিনটি জিনিসের একটি দান করেন : হয়ত দ্রুত তার দোয়া কবুল করেন, অথবা তার জন্য আখেরাতে জমা রাখেন, অথবা তার কোন দুঃখ- কষ্ট, ক্ষতি দূর করে দেন।" সাহাবীগণ বললেন: কাজেই আমরা বেশী বেশী দোয়া করব। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "আল্লাহ আরো অধিক দানশীল।"

দোয়ার আদাবসমূহ

- ইখলাসের সাথে দোয়া করা।
- আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি দরূদের মাধ্যমে দোয়া শুরু ও শেষ করা।
- দোয়া কবুল হওয়ার পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে দৃঢ়তার সাথে দোয়া করা।
- দোয়ার মধ্যে কাকুতি-মিনতি করা এবং দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো না করা।
- মনোযোগ সহকারে দোয়া করা।
- সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় দোয়া করা।
- একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই চাওয়া।
- নিজের জন্য, সন্তান-সন্ততি, পরিবার- পরিজন, ধন-সম্পদের জন্য বদ-দোয়া না করা।
- নিম্ন স্বরে দোয়া করা। উচ্চস্বরে নয় আবার একেবারে মনে মনেও নয়।
- নিজের পাপকে স্বীকার করা এবং এ পাপ থেকে ক্ষমা চাওয়া, এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার দেয়া নেয়ামত স্বীকার করে তার কৃতজ্ঞতা আদায় করা।
- দোয়ার মধ্যে ছন্দ মেলানোর পিছনে না পড়া।
- একাগ্রচিত্ত ও কায়মনোবাক্যে এবং আশা ও ভয় নিয়ে দোয়া করা।
- তওবার সাথে সাথে অন্যের হক আদায় করে দেয়া।
- তিনবার করে দোয়া করা
- কিবলামুখী হয়ে দোয়া করা।
- হাত উঠিয়ে দোয়া করা।
- সম্ভব হলে দোয়ার পূর্বে অজু করে নেয়া।
- দোয়ার সময় আল্লাহ তায়ালার পূর্ণ সম্মান রক্ষা করা।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :

"দোয়াই ইবাদাত।"

দোয়ার আদবসমূহ থেকে আরো হচ্ছে:

- প্রথমে নিজের জন্য দোয়া করা। এরপর অন্যের জন্য দোয়া করা। যেমন এভাবে বলা:

اللهم اغفر لي و لفلان

" হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন এবং অমুককেও ক্ষমা করুন ।

- আল্লাহ তায়ালার " আসমায়ে হুসনা" এবং সুউচ্চ গুনবাচক নামের উসিলা দিয়ে কিংবা নিজের কৃত আমলের উসিলা দিয়ে অথবা কোন জীবিত নেককার বুজুর্গ ব্যক্তির দোয়ার উসিলা দিয়ে দোয়া করা।
- খাদ্য, পানীয় এবং লেবাস-পোষাক হালাল জীবিকার মাধ্যমে অর্জিত হতে হবে।।
- কোন পাপ কাজ বা আত্নীয়তা ছিন্ন করার দোয়া না করা।
- দোয়াকারী সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারী এবং সবধরনের গোনাহ থেকে নিজেকে রক্ষাকারী হওয়া।

যে সব সময়ে দোয়া কবুল হয়:

- রাতের মধ্যভাগ।
- প্রত্যেক নামাজের পর।
- আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়।
- রাতের শেষ তৃতীয় প্রহরে।
- ফরজ নামাজের আজানের সময়।
- বৃষ্টি অবতরনের সময়।
- জুমআর দিনের শেষাংশে।
- নেক নিয়তে জমজমের পানি পান করার সময়।
- সেজদার মধ্যে

দোয়ার আরো কিছু আদাব:

- এক মুসলিম অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্য দোয়া করা।
- আরাফার দিনে আরাফার ময়দানের দোয়া।
- জিকিরের মজলিসে একত্রিত মুসলমানদের দোয়া।
- সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দোয়া।
- মুসাফিরের দোয়া।
- পিতা-মাতার জন্য নেক সন্তানের দোয়া।
- অজু শেষে দোয়া। এ বিষয়ে বর্ণিত দোয়ার মাধ্যমে যখন দোয়া করবে।
- ছোট জামারায় পাথর নিক্ষেপের পর দোয়া।
- মধ্যম জামারায় পাথর নিক্ষেপের পর দোয়া।
- কা'বা শরীফের ভিতরে দোয়া । আর যে ব্যক্তি হাতিমের ভিতর নামাজ পড়বে, তাকে বায়তুল্লাহর ভিতর গণ্য করা হবে।
- সাফা পাহাড়ে দোয়া।
- মারওয়া পাহাড়ে দোয়া।
- মাশআরে হারামে (মুজদালিফা) দোয়া।

তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুমিন ব্যক্তি যেখানেই থাকুক না কেন সর্বাবস্থায় তার প্রভূর নিকট দোয়া করতে পারে।

তিনি তাঁর বান্দাদের নিকটবর্তী। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾ سورة البقرة

" আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনার নিকট জিজ্ঞেস করে, (তখন তাদেরকে বলুন) আমি তো (তাদের) নিকটেই, আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে আমি তার আহবানে সাড়া দেই। সুতরাং তাদের উচিত আমার নির্দেশ মান্য করা এবং আমার প্রতি ঈমান আনা, যাতে তারা সরল পথ প্রাপ্ত হয়।"

কিন্তু অধিক গুরুত্বের সাথে দোয়া করার জন্যই এ সকল সময়, অবস্থা ও স্থান গুলোকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

কতিপয় দোয়া, যেগুলোর মাধ্যমে দোয়া করা যেতে পারে

আরাফা, মাশআরে হারাম (মুজদালিফা) ও অন্যান্য দোয়া কবুলের স্থান সমূহে এ সকল দোয়া করা যেতে পারে।

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাই। আমার দ্বীন-দুনিয়া, পরিবার পরিজন, মাল-সম্পদ; সবকিছুতে সুস্থতা চাই। হে আল্লাহ আমার দোষ-ত্রুটিগুলো গোপন রাখুন, আমাকে ভীতি থেকে নিরাপদ রাখুন । হে আল্লাহ আপনি আমাকে সামনে-পিছনে, ডানে- বামে, উপরে-নিচে সবদিকে থেকে হেফাজত করুন। আমি আপনার মহত্বের উসীলায় নীচ দিকে ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকেও আপনার নিকট আশ্রয় চাই।

হে আল্লাহ! আমাকে শারিরিকভাবে সুস্থ রাখুন। আমার শ্রবণ শক্তিকে সুস্থ রাখুন, আমার দৃষ্টি শক্তিকে সুস্থ রাখুন। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। হে আল্লাহ! আমি কুফরী, দারিদ্র্য এবং কবরের আযাব থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। হে আল্লাহ! আপনি আমার রব, আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার বান্দা। আমি যথাসম্ভব আপনার ওয়াদা ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট পানাহ চাই। আমি আমার উপর আপনার নিয়ামাতের কথা স্বীকার করি এবং আমার আমার গুনাহের কথাও স্বীকার করি। কাজেই আপনি আমার গোনাহ ক্ষমা করে দিন, কেননা, আপনি ছাড়া আর কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না।

হে আল্লাহ! আমি অস্থিরতা ও দুঃশ্চিন্তা হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। আমি আপনার নিকট অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা ও কাপুরুষতা থেকে আশ্রয় চাই। আমি ঋণের আধিক্য ও মানুষের ক্রোধ থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আমার আজকের দিনের প্রথম অংশকে উপযোগী, মধ্যম অংশকে সফল এবং শেষ অংশকে কামিয়াব করে দিন। হে সবচেয়ে বড় দয়ালু! আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণ কামনা করি।

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্টি কামনা করছি, আপনার নিকট মৃত্যুর পর জীবনের শীতলতা কামনা করছি, আপনার কুদরতী চেহারার দর্শনের স্বাদ এবং কোন প্রকার ক্ষতিকর বিপদ ও পথভ্রষ্টকারী ফেতনা ব্যতীত আপনার দিদারের আগ্রহ কামনা করছি। আমি অত্যাচার করা এবং অত্যাচারিত হওয়া থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। আমি নিজে সীমা অতিক্রম করা এবং আমার উপর কেউ সীমা অতিক্রম করুক বা বাড়াবাড়ি করুক তা থেকেও আপনার নিকট পানাহ চাই এবং কোন ভূল-ত্রুটি ও গোনাহ করা থেকে, যা আপনি ক্ষমা করবেন না, তা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই।

হে আল্লাহ! আমি বয়সে খুব বেশী বৃদ্ধ হওয়া থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ আপনি আমাকে সর্বোত্তম চরিত্র ও সর্বোত্তম আমল করার জন্য পথ দেখিয়ে দিন, আর এর জন্য আপনি ছাড়া কেউ পথ দেখাতে পারে না, আর চরিত্র ও আমলের মন্দ দিক আমার নিকট থেকে সরিয়ে নিন। আমার থেকে এর মন্দ দিক আপনি ছাড়া আর কেউ সরাতে পারে না।

হে আল্লাহ! আমার জন্য আমার দ্বীন বিশুদ্ধ রাখুন, আমার ঘরে প্রশস্ততা দান করুন, আমার রিযিকের মধ্যে বরকত দান করুন। হে আল্লাহ! আমি কঠোরতা, অলসতা, দারিদ্র্য, অপদস্থ হওয়া থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। আমি আরো আশ্রয় চাই; কুফরি, ফাসেকী, বিভক্তি, সুনাম-সুখ্যাতি ও লৌকিকতা থেকে । আরো আশ্রয় চাই; বধিরতা, বোবা হওয়া, কুষ্ঠ রোগ ও খারাপ রোগ-ব্যাধি হতে ।

হে আল্লাহ! হে আল্লাহ ! আমার নফসকে তাকওয়া দান করুন এবং তাকে সংশোধন করুন। কেননা আপনিই উত্তম সংশোধনকারী। আপনিই তার অভিভাবক এবং তার মনিব। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে অপকারী ইলম, ভীতিহীন অন্তর, অতৃপ্ত আত্মা এবং অগ্রাহ্য দোয়া া থেকে আশ্রয় চাই।

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট সকল অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা আমি করেছি বা করি-নি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিয়ামাত বিলুপ্তি হওয়া, আপনার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হওয়া, আপনার হঠাৎ প্রতিশোধ ও আপনার সকল অসন্তুষ্টি থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হে আল্লাহ! আমি বিনাশ হওয়া, ধ্বংস হওয়া, পানিতে ডুবে যাওয়া, আগুনে পুড়ে যাওয়া থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। আমি আরো আশ্রয় চাই; মৃত্যুর সময় আমাকে শয়তানে ক্ষতি করা থেকে এবং আপনার নিকট আশ্রয় চাই সাপে দংশিত হয়ে মৃত্যুবরণ করা থেকে।। আরো আশ্রয় চাই এমন লোভ হতে যা আরো লোভের দিকে নিয়ে যায়।

হে আল্লাহ! সাত আসমানের রব, জমীনের রব, মহান আরশের রব, আমাদের রব, প্রত্যেক জিনিসের রব, বীজ-দানা এবং আঁটি থেকে অঙ্কুরোদগমকারী, তাওরাত ইঞ্জিল এবং কোরান নাজিলকারী- আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি; প্রত্যেক বস্তুর অনিষ্ট থেকে, আপনি যার ললাট পাকড়াওকারী। হে আল্লাহ! আপনিই প্রথম, আপনার পূর্বে কোন কিছু ছিলনা, আর আপনিই শেষ। আপনার পরে কোন কিছু নেই। আপনি প্রকাশ্য, আপনার উপরে কোন কিছু নেই, আর আপনি (বাতেন) গোপন, আপনার নিচে কোন কিছু নেই। আপনি আমার ঋণ পরিশোধ করে দিন এবং আমাকে অভাবমুক্ত করুন।

দোয়া

হে আল্লাহ!

আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই খারাপ চরিত্র থেকে, সকল কুকর্ম থেকে, সকল কুপ্রকৃতি থেকে এবং সকল রোগ-ব্যাধি থেকে। আপনার নিকট আরো আশ্রয় চাই ঋণের আধিক্য থেকে, মানুষের ক্রোধ থেকে এবং শত্রুদের আনন্দিত হওয়া থেকে। হে আল্লাহ আমার দ্বীনকে সঠিক করে দিন, যা আমার কাজের সংরক্ষনকারী । আমার দুনিয়াকে সঠিক করে দিন, যাতে আমার কর্মজীবন। আমার পরকালকে সঠিক করে দিন, যা আমার প্রত্যাবর্তনস্থল। আমার হায়াতকে দীর্ঘায়িত করুন প্রত্যেক ভালোর জন্য এবং মৃত্যুকে আমার জন্য প্রত্যেক খারাপ বস্তু থেকে শান্তিদায়ক করুন। হে আমার রব আমাকে সাহায্য করুন, আমার বিরুদ্ধে (অন্যকে) সাহায্য করবেন না, আমাকে হেদায়াত করুন এবং হেদায়াতকে আমার জন্য সহজ করে দিন।

হে আল্লাহ!

আমাকে আপনার জিকিরকারী, শোকর আদায়কারী ও আপনাকে ভয়কারী বানিয়ে দিন। আপনার অনুগত, বিনয়ী ও আপনার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী বানিয়ে দিন। হে আমার রব আমার তাওবা কবুল করুন, আমার গুনাহ ধুয়ে দিন ও আমার দোয়া কবুল করুন, আর আমার যুক্তিকে দৃঢ় করুন, আমার অন্তরকে হেদায়েত দান করুন, আমার জবানকে ঠিক করে দিন এবং আমার অন্তরের বিদ্বেষ দূর করে দিন।

হে আল্লাহ!

আমি আপনার নিকট কাজে-কর্মে দৃঢ়তা প্রার্থনা করি, আপনার নিকট ভালো কাজে দৃঢ় মনোবল চাই, আপনার নিকট আপনার নিয়ামতের শুকরিয়া ও সুন্দরভাবে আপনার ইবাদাত করার তৌফিক কামনা করি। আপনার নিকট সুস্থ অন্তর ও সত্যবাদী জবান চাই, আপনার নিকট এমন মঙ্গল চাই, যা আপনি জানেন, আপনার নিকট এমন বিষয়ে ক্ষমা চাই যা আপনি জানেন, আপনি গায়েবের সব বিষয়ে অবগত।

হে আল্লাহ!

আপনি আমাকে সৎ পথে থাকার অনুপ্রেরণা দান করুন এবং আমাকে নিজের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ! আমাকে ভালো কাজ করার তৌফিক দান করুন ও মন্দ কাজ বর্জন করার তৌফিক দান করুন, গরীব-মিসকীনদের ভালোবাসার তৌফিক দান করুন, আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপর দয়া করুন এবং যখন আপনি আপনার বান্দাদেরকে ফেতনায় ফেলার ইচ্ছে করেন তার আগেই আমাকে মৃত্যু দান করুন।

হে আল্লাহ!

আমি আপনার ভালোবাসা চাই। এবং যে আপনাকে ভালোবাসে তার ভালোবাসাা চাই এবং এমন কাজের ভালোবাসা চাই যে কাজ আমাকে আপনার ভালোবাসার কাছে নিয়ে যাবে। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উত্তম ভিক্ষা চাই, উত্তম দোয়া চাই, উত্তম সফলতা চাই, উত্তম সওয়াব চাই। আমাকে (হকের উপর) দৃঢ় রাখুন, আর আমার (নেক আমলের) ওজনকে ভারী করুন। আমার ঈমানকে প্রতিষ্ঠিত করুন, আমার মর্যদা উঁচু করুন, আমার নামাজ কবুল করুন এবং আমার ইবাদাতসমূহ গ্রহণ করুন। আমার গুনাহ ও ভূল-ক্রটি ক্ষমা করুন। আমি আপনার নিকট জান্নাতের উচু মর্যদা প্রার্থনা করি।

হে আল্লাহ! আপনার কাছে প্রার্থনা করছি সকল কল্যাণের সূচনা এবং সমাপ্তির, কল্যাণের সমন্বয়, কল্যাণের শুরু ও শেষ এবং প্রকাশ্যে ও অদৃশ্যে। আরো প্রার্থনা করছি জান্নাতে উঁচু মর্যাদা।

হে আল্লাহ! আপনার নিকট চাই; আমার সুনাম বৃদ্ধি করুন, আমার গুনাহ ক্ষমা করুন, আমার অন্তরকে পবিত্র করুন, আমার লজ্জাস্থানকে হেফাজত করুন এবং আমার গুনাহ ক্ষমা করুন।

হে আল্লাহ! আপনার নিকট আমার প্রার্থনা; আমার কানে, চোখে, আমার বাহ্যিক গঠনে ও চরিত্রে, আমার পরিবার-পরিজনে, আমার জীবনে এবং আমার আমলে বরকত দান করুন। আমার ভাল কাজগুলো কবুল করুন। আমি আপনার নিকট জান্নাতের উচ্চ মর্যদা চাই।

হে আল্লাহ! আপনার নিকট আশ্রয় চাই; কঠিন বিপদ থেকে, দূর্ভাগ্যের কবল থেকে, অশুভ সিদ্ধান্ত থেকে এবং শত্রুদের আনন্দিত হওয়া থেকে। হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমাদের অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর অটল রাখুন। হে অন্তরসমূহের দিক পরিবর্তনকারি! আমাদের অন্তর সমূহকে আপনার ইবাদাতের দিকে ঘুরিয়ে দিন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের বাড়িয়ে দিন, কমিয়ে দিবেন না। সম্মানিত করুন, অপমানিত করবেন না। আমাদেরকে দান করুন, বঞ্চিত করবেন না। আমাদের কাছে টেনে নিন, দূরে ঠেলে দিবেন না। হে আল্লাহ! আমাদের পরিনাম সুন্দর করুন। দুনিয়ার অপমান ও আখেরাতের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরে আপনার ঐ পরিমান ভীতি দান করুন, যা আমাদের ও আপনার নাফরমানীর মাঝে অন্তরায় হবে। ঐ পরিমান ইবাদাতের তৌফিক দান করুন, যা আমাদের আপনার জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবে। ঐ পরিমান ইয়াকীন দান করুন যা আমাদের দুনিয়ার বিপদগুলোকে হালকা করে দেবে। হে আল্লাহ! যতদিন আমাদের জীবিত রাখবেন, ততদিন আমাদের কান, চক্ষু ও শক্তি দ্বারা উপকৃত করুন। এ অঙ্গগুলোকে শেষ পর্যন্ত সচল রাখুন। আমাদের ক্রোধ ঐ সমস্ত ব্যক্তির উপর রাখুন যারা আমাদের প্রতি জুলুম করেছে। যারা আমাদের সাথে শত্রুতা রাখে তাদের মোকাবেলায় আমাদের সাহায্য করুন। দুনিয়াকে আমাদের বড় চিন্তা এবং জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য বানাবেন না। দ্বীনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে বিপদে ফেলবেন না। আমাদের গুনাহের কারণে এমন লোককে আমাদের উপর ক্ষমতাবান করবেন না, যে আপনাকে ভয় করবে না এবং আমাদের প্রতি দয়া করবে না।

দোয়া

হে আল্লাহ! আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আপনার রহমত লাভের এবং মাগফিরাত প্রাপ্ত হওয়ার সকল ওছিলা। সকল ভাল কাজের সুযোগ পেতে চাই। সবধরনের গুনাহ থেকে বাঁচতে চাই, জান্নাত লাভে ধন্য হতে চাই, জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে চাই। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সব গুনাহ ক্ষমা করে দিন, সব দোষ গোপন রাখুন, সকল দু:শ্চিন্তা দূর করুন, সকল ঋণ পরিশোধ করুন। আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের যতগুলো প্রয়োজনে আপনার সন্তুষ্টি রয়েছে এবং আমাদেরও কল্যাণ রয়েছে সেগুলো পূর্ণ করে দিন। হে অসীম দয়ালু!

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এমন রহমত প্রার্থনা করি, যা দিয়ে আপনি আমার অন্তরে হেদায়েত দান করবেন। আমার সকল কাজ একত্রিত করবেন, আমার বিক্ষিপ্ত কাজগুলো গুছিয়ে দেবেন, আমার অদেখা কাজগুলো হেফাজত করবেন, দেখা কাজগুলোর মান বৃদ্ধি করবেন, আমার চেহারা উজ্বল করবেন, আমার আমলকে পবিত্র করবেন, আমাকে হেদায়াতের পথ দেখাবেন, সব ধরনের ফেতনা আমার থেকে প্রতিহত করবেন এবং আমাকে সব বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবেন।

হে আল্লাহ! আপনার কাছে কামনা করছি বিচার দিনের সফলতা, ভাগ্যবান মানুষের জীবন, শহীদদের মর্যাদা চাই, নবীদের সাথে থাকতে চাই এবং শত্রুর মুকাবিলায় আপনার সাহায্য চাই।

হে আল্লাহ! আপনার কাছে কামনা করছি ঈমানের সাথে সুস্থতা। স্বচ্চরিত্রবান হয়ে ঈমান চাই, এমন অর্জন চাই যার সাথে থাকবে সফলতা। আপনার রহমত, সুস্থতা, আপনার ক্ষমা ও সন্তুষ্টি চাই।

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট সুস্থতা চাই, স্বচ্চিরত্রবান থাকতে চাই, সুন্দর চরিত্র চাই, তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকতে চাই, হে আল্লাহ! আমি আমার প্রবৃত্তির ক্ষতি হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাই এবং ঐ সকল প্রাণীর ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাই যেগুলো আপনার নিয়ন্ত্রনে রয়েছে। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা সঠিক সিদ্ধান্তেই রয়েছেন।

হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি আমার কথা শুনেন, আমার অবস্থান দেখেন, আমার গোপন ও প্রকাশ্য সব জানেন, আমার কোন কিছুই আপনার নিকট গোপন নয়। আমি একজন বিপদগ্রস্থ ফকীর, সাহায্য প্রার্থনাকারী, আশ্রয় প্রার্থনাকারী, ভীত, কম্পিত, আপনার নিকট সব অপরাধ স্বীকার করছি। একজন অসহায় দুস্থের ন্যায় আপনার নিকট দোয়া করছি, একজন লাঞ্চিত অপরাধীর ন্যায় আপনার নিকট আর্তনাদ করছি। একজন ভীত অন্ধের ন্যায় আপনাকে ডাকছি, এমন লোকের ন্যায় ডাকছি, যার মস্তক আপনার সম্মুখে অবনত, যার শরীর আপনার সম্মুখে তুচ্ছ, যার সম্মান আপনার সম্মুখে ধুলিস্যাৎ।

হে আল্লাহ!

আমি আপনার নিকট আত্নসমর্পন করেছি, আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, একমাত্র আপনার উপর ভরসা করছি, আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি, আপনার জন্য অন্যদের বিরোধিতা করেছি, আপনার ইজ্জতের ওসিলা দিয়ে আপনার নিকট আশ্রয় চাই, আমাকে পথভ্রষ্ট করবেননা। আপনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, আপনি এমন জীবনের অধিকারী যার কোন মৃত্যু নেই। অথচ সমগ্র জ্বীন ও মানব জাতি মৃত্যুবরণ করবে।

হে আল্লাহ!

আমি আপনার নিকট ঐ ইলম থেকে আশ্রয় চাই, যে ইলম আমার কোন উপকারে আসবেনা, ঐ অন্তর থেকে পানাহ চাই, যে অন্তরে আপনার ভয় থাকবেনা, এপানাহ চাই এমন প্রবৃত্তি থেকে যা কখনো পরিতৃপ্ত হয় না, এমন দোয়া থেকে পানাহ চাই যে দোয়া কবুল হবেনা।

হে আল্লাহ!

আমাকে খরিপ চরিত্র, খারাপ কর্ম, মনের খারাপ চাহিদা ও সমস্ত দূরারোগ্য রোগ থেকে দূরে রাখুন। হে আল্লাহ! আমাকে সৎ পথে থাকার অনুপ্রেরণা দিন এবং আমাকে আত্নিক দোষ-ত্রুটি থেকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ! আমাকে যথেষ্ট পরিমান হালাল রিযিক দিয়ে হারাম থেকে রক্ষা করুন এবং আপনার অনুগ্রহ দিয়ে অন্য কারো মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট হেদায়েত, তাকওয়া, পবিত্রতা এবং পরমুখাপেক্ষী না হওয়ার প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট এবং প্রতিটি কাজে যথার্থতা প্রার্থনা করছি।

হে আল্লাহ!

আমি আপনার কাছে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল মঙ্গল প্রার্থনা করি যা আমি জানি এবং যা জানিনা। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল অমঙ্গল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি, যা আমি জানি এবং যা জানি না। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ঐ মঙ্গল প্রার্থনা করি, যা আপনার নবী ও বান্দাহ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)প্রার্থনা করেছেন এবং ঐ সব অমঙ্গল হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি যা থেকে আপনার নবী ও বান্দাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।

হে আল্লাহ!

আমি আপনার নিকট জান্নাত কামানা করি এবং যেসব কথা ও কাজ জান্নাতের কাছে নিয়ে যায় সেগুলোও প্রার্থনা করি। আমি আপনার নিকট জাহান্নাম হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং যে সকল কথা ও কাজ তার নিকটে নিয়ে যায় সেগুলো থেকেও আশ্রয় প্রার্থন করি এবং আপনার নিকট প্রার্থনা করি যে আপনি আমার জন্য যা ফায়সালা করেন তা মঙ্গলজনক করে দিন। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার মা'বুদ নেই, তিনি একা তার কোন শরীক নেই, সকল ক্ষমতার মালিক তিনি, সব প্রশংসার মালিক তিনি, জীবন মৃত্যু তিনিই দান করেন, সব কল্যাণ তার হাতে, তিনি সর্বশক্তিমান। আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সকল প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার মা'বুদ নেই, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কেউ অন্যায় থেকে বাচতে পারেনা এবং ইবাদাতে সামর্থ পায়না, তিনি সর্বোচ্চ ও মহান ক্ষমতার অধিকারী।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله وصحبه وسلم

আল্লাহ তায়ালা রহমত ও শান্তি বর্ষিত করুন আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ দোয়া:

গাড়ীতে আরোহনের দোয়া

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿١٤﴾

الحمد لله ، الحمد لله ، الحمد لله ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر

সফরের দোয়া

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿١٤﴾

اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر و التقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا و اطو عنا بعده ، اللهم أنت الصاحب في السفر و الخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر و كآبة المنظر وسوء المنقلب في المال و الأهل

যখন সফর থেকে ফিরে আসবে তখন বলবে **آيبون ، تائبون ، عابدون ، لربنا حامدون**

রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মাঝখানের দোয়া :

رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾

সাফা ও মারওয়াতে অবস্থানকালীন দোয়া :

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাফা পাহাড়ের নিকটে গেলেন তখন তিনি পড়লেন :

۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ

أبدأ بما بدأ الله به .

অর্থ : "আল্লাহ তায়ালা যা দিয়ে শুরু করেছেন, আমিও তা দিয়ে শুরু করছি।"

অতঃপর সাফা থেকে সায়ী শুরু করলেন, সাফায় উঠে যখন বায়তুল্লাহ দেখলেন, কিবলা-মুখী হয়ে **لا إله إلا الله** পড়লেন এবং **الله أكبر** বললেন। আরও বললেন :

لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك و له الحمد وهو على كل شيئ قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، و نصر عبده ، و هزم الأحزاب وحده

অত:পর তিনি দোয়া করলেন এবং উল্লেখিত তাসবীহগুলো তিনবার বললেন । মারওয়ায় উঠে অনুরূপ করলেন যা তিনি সাফায় করেছিলেন।

শেষ কথা :

আপনি সফরের কষ্ট ও ক্লান্তি সহ্য করে অনেক দূর থেকে পবিত্র হজ্ব পালন করতে এসেছেন। এখন আপনার দায়িত্ব হলো, এই হজ্বকে অশ্লীলতা, অশোভনীয় কাজ, ঝগড়া-বিবাদ এবং সবধরণের গুনাহ থেকে রক্ষা করা। আপনার হজ্বটি যেন ঠিক সেভাবেই হয় যেভাবে হজ্বের বর্ণনা আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীসে এসেছে। তখনই আল্লাহ্‌র রহমত ও দয়ায় আপনি পেয়ে যাবেন বিশাল পুরস্কার। আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনার পাপসমূহ ক্ষমা করে দিয়ে আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং চিরস্থায়ী জান্নাতে দাখিল করাবেন। আর এটাই হলো "হজ্বে মাবরূর"। সুতরাং হজ্বে মাবরুর, যার পুরষ্কার হল জান্নাত, সেটা হল এমন হজ্ব, যার হুকুমগুলো যথাযথ ভাবে পালিত হয়েছে, পরিপূর্নভাবে আদায় করা হয়েছে, যা ছিল সব ধরনের গুনাহ থেকে মুক্ত, নেক আমল ও সদাচরনে পরিপূর্ণ।

ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন : ঐ হজ্বই হচ্ছে হজ্বে মাবরুর, যে হজ্ব আদায়কালীন সময়ে আল্লাহর কোন নাফরমানী করা হয়নি।

অতএব, আপনি নিজকে নিজের ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে এ সফরে আল্লাহর কিতাবকে আঁকড়ে ধরে তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাতের অনুসরণ করুন। আপনার সফর সঙ্গী অন্যান্য হাজী ছাহেবদের সাথে আচরণ নিজেকে এমন আদর্শ হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করুন যেন অন্যরাও আপনাকে অনুসরণ করতে থাকে, তাহলে ইনশাআল্লাহ আ-াপনার হজ্ব হবে হজ্বে মাবরুর, আপনার সায়ী হবে আল্লাহর নিকট পুরষ্কারযোগ্য এবং আপনার গুনাহসমূহ ক্ষমা হয়ে যাবে।

আর দেশে ফেরত যেতে পারবেন ঠিক সেভাবে, যেভাবে নিষ্পাপ হয়ে আপনার মায়ের গর্ভ থেকে পৃথিবীতে এসেছিলেন। ফিরবেন অপরাধমুক্ত ও সব গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে।

দেশে ফিরে যাওয়ার পর আপনার প্রবৃত্তি আপনাকে আল্লাহর নাফরমানীর আহবান জানালে;

- আপনি তখন স্মরণ করবেন; কিভাবে আপনি কা'বার পাশে তাওয়াফ করেছিলেন, সাফা মারওয়া সায়ী করেছিলেন।
- স্মরণ করবেন; কিভাবে আরাফার ময়দানে হাত উঠিয়ে আল্লাহর রহমত ও মাগফেরাত লাভের আশায় দোয়া করেছিলেন।
- এ কথাগুলো আশা করি আপনাকে গুনাহ ও অপরাধ থেকে বেচে থাকতে সাহায্য করবে। সকলের জন্যই আল্লাহর নিকট দোয়া করছি; তিনি যেন সবার হজ্বকে হজ্বে মাবরুর হিসেবে কবুল করেন। সায়ীকে কবুল করেন । নিশ্চয় তিনি সর্বশক্তিমান।দরুদ ও রহমত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর বংশধর ও সমস্ত সাহাবীদের উপর।

Talal Ahmad Alaqeel

সূচীপত্র

বাংলা

المملكة العربية السعودية

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

আমরা হজ্ব সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল বিভিন্ন ভাষায় ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে স্পষ্ট করে বুঝাতে এবং প্রকাশে বদ্ধপরিকর।

www.al-islam.com
www.qurancomplex.com

رقم الإيداع : ٢٣/٣٩١٧٠
ردمك : ٩-٩٦٤-٤١-٩٩٦٠